গো-জীবন

প্রথম প্রস্তাব

গো-কুল নির্ম্মূল আশঙ্কা

ভারতের অনেক স্থানে গোবধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভা সমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী বাঙ্গলা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে, একপ্রাণে, একযোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নিরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।

আমি মোসলমান—গোজাতির পরম শত্রু। আমি গো-মাংস হজম করিতে পারি। পালিয়া, পুষিয়া বড় বলদটির গলায় ছুরি বসাইতে পারি। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধপায়ী গো বংশের প্রাণসংহার করিয়া পোড়া উদর পরিপোষণ করিতে পারি, কিন্তু ন্যায় চক্ষে যাহা দেখিতেছি যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহা কোথায় ঢাকিব? স্বাভাবিক ভাব কোন ভাব বশে গোপন করিব? মনে এক মুখে আর হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জ্জনা করিবেন। মুন্সী সাহেব! ক্ষমা করিবেন। সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, জগত পরাধীন—কিন্তু মন স্বাধীন। যদি কোন মোসলমান ভ্রাতা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের মধ্যে "হালাল" এবং "হারাম" দুইটি কথা আছে। হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যাজ্য। এ কথাও স্বীকার্য্য যে—গোমাংস হালাল, খাইতে বাধা নাই। অশ্বমাংস ও অন্যমতে (সাফি) হালাল। আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নামও আছে (মকরুহ্) আবার ঐ সাফি মতে জলজন্তু মাত্রই হালাল। দৃষ্টান্তচ্ছলে একথা বলিতে পারি যে বজকের পদ যতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময়

ডুবিয়া থাকে সাফি মতের দায় দিয়া সে মনুষ্য পদটুকুও জল মধ্য হইতে কাটিয়া লইয়া ঝলসা, পোড়া, সিদ্ধ, স্তরুয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়া উদরে দেন, কোন চিন্তা নাই, কখনই পরের খাতায় নাম উঠিবে না।—ইহাও শাস্ত্রের কথা। কিন্তু শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে। বরং যাহা অখাদ্য—যথা বরাহ সে বিষয় পবিত্র কোরান শরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইওনা" (হারাম) লিখা আছে। খাইলে প্রধান নরক "জাহান্নাম", তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, আর নিস্তার নাই। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না, মহাপাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—এ কথাও কোথাও লিখা নাই।

খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি ;--খাইনা। ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা,—গিলি না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি—বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাই না। ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খাদ্য, সে পাঁঠার দিকে তত ঘেঁষিনা, যে ছাগিতে দুগ্ধ দেয় তাহাকেই "আল্লাহ আকবর" শুনাই। পাঁঠার সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিতে পারি না। রসনা পরিতৃপ্ত আশ্রয়ে তাহার বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা রহিত করিয়া দিয়া দিব্বি মোটাগোটা চাব্বিদার জিনিস বানাইয়া কোরমা, কালিয়া, কাবাবে পেট পুরিয়া থাকি। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়। মহিষ খাদ্য, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইতে আর এদিক ওদিক চাহি না। এত খাদ্য থাকিতেও কি গো-মাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, মৃগ, খরগোস সকলি তো চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও তো ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

গো দুগ্ধেই আমাদের জীবন। দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতে থাকি, সে সময়,—হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়? মনে মনে একটা কথা উঠিতেছে—মায়ের তো দুগ্ধ আছে? আছে। কিন্তু গোদুগ্ধ মায়ের উদরে না গেলে মায়ের

স্তনে দুগ্ধ পাই কই ? মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই গোরসে জীবন রক্ষা করিয়াছে। মিষ্টান্নে, পক্কান্নে সদ্যজাত নব শিশুর প্রাণরক্ষা হয় না. দুগ্ধই জীবের জীবন। জগতে দুগ্ধ ছাড়া এমন কোন একটি খাদ্য নির্দিষ্ট নাই যে শুধু সেই খাদ্যটি খাইয়া জীবনধারণ করা যায়।

গোরসই বঙ্গের উপাদেয় খাদ্য। শুধু অসুস্থ শরীরে, এমন কি প্রাণসঞ্চার হইতে বিয়োগ পর্য্যন্ত দুগ্ধের প্রয়োজন; সেই দুগ্ধের মূল গোধনকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে! কালের মাহাত্ম্য যদি দুগ্ধের উপকারিতা অস্বীকার করি, মাংস খাইতে শিখিয়াছি বলিয়া যদি দুগ্ধের কথা মনে না করি, তত্রাচ উপকারী পশুর প্রতি সদয়ভাবে সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে ক্ষতি কি? বড় হইয়াছি আর দুগ্ধের ধার কে ধারে? কিন্তু এদেশে গো জাতির সাহায্য ব্যতীত বলুন তো কোনরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে? কখনি না। যে খাদ্যই প্রস্তুত করিবে গো জাতির উপাসনা করিতেই হইবে। এদেশে অন্য কোন পশুর দ্বারা ভূমি কর্ষণের প্রথা প্রচলিত নাই। কাজেই বলদের দরকার। প্রথম কর্ষণ, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক? এহেন গোরত্নকে মারিয়া, কাটিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া উদরসাৎ করিলে অন্য খাদ্যের আশা আর থাকে কোথা? মানিলাম—বুদ্ধি খাটাইয়া বিনা বলদে ভূমি আবাদ করিতেও ক্ষমতা আছে--কল কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে, কিন্তু একাধারে এত গুণ আর কাহার? সে অপরিসীম গুণ সকল কি করিয়া ভুলিয়া যাই। কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া গোজাতির অসীম গুণ ভুলিব। ভ্রাতাগণ! আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না। ভ্রাতঃ! জগতে কাহার বিষ্ঠার কে কবে আদর করিয়াছে? আমরা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি কিন্তু যথার্থ হিন্দুগণ ঐ বিষ্ঠারই বা কত আদর করেন। শুষ্ক বিষ্ঠা কি আর আমাদের আদরের নহে? গোমূত্রেও উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হয়। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত জীবনেই সম্বন্ধ। যত উপকার, যত সাহায্য, যত লাভ, দেহে প্রাণ থাকিতেই সম্ভবে,—মানব জীবনে আশাও তাহাই। কিন্তু ভাই! গোজাতি মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে। আহা! প্রথম দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার সহস্র প্রকার উপকার করিল,—গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পদসেবা করিল—আর

চাও কি ? তাহার শরীরের শিরাই কি ফেলিবার জিনিস। অস্থির দ্বারা তোমারই প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। অকর্ম্মা অস্থিগুলির কথাই কি ভুলা যায়। নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার করিয়া তোমারই খাদ্যের সুবিধা করিতেছে। এত উপকারী যে তার গলায় ছুরি দিতে মনে কি একটুকুও দয়ার সঞ্চার হয় না ? উদর পরিপূর্ণ করিবার বিস্তর জিনিস আছে। নানাবিধ মাংস আছে, মৎস্য আছে, যত ইচ্ছা তত খাও, কিন্তু উপকারী পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিও না। ভাইরে ! তাহার জীবনের কন্টক হইও না।

আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্ম্মে এবং কর্ম্মে এক—সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে এমন চিরসঙ্গি যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?

ধর্ম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোধহয়—হয় না। এ অবস্থায় গো হিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি ? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি ? ভাইরে ! এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দুর সহিত বাস না হইয়া যদি খৃষ্টানের সহিত বসবাস হইত আর তাহাদের প্রতি ঘরে ঘরে—আমোদে, আহ্লাদে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পথে-ঘাটে, মাঠে, বাজারে—প্রকাশ্য স্থানে শূকর বধ হইত, তাহা হইলে আমাদের দশা কি ঘটিত ? ঐ মহানগর কলিকাতায় নিউমার্কেটে এখন যে প্রকার গোমাংস বিক্রয় হয়, ঐরূপ যদি শূকর মাংস বিক্রয়ের দোকান খুলিত তবে আমাদের মনে কি ভাব হইত ? কি কথা মনে উঠিত ! তাহা কি ভাবা যায়,—না মুখে বলা যায়। তবে রাজবিধিতে সকলের মাথাই নওয়াইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনের আগুন মনেই জ্বলিতেছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগত পরাধীন—মন স্বাধীন। আমাদের রাজার চক্ষে শূকর গরু উভয়েই সমান। কাজেই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসলমানের মর্ম্মাহত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে। তাই বলিয়া কি

আমরা বুকের ছাতি ফুলাইয়া রাজবিধিতে বারণ নাই—গোবধে দণ্ড নাই বলিয়া ভ্রাতার মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিব? আমার মতে একথা কথাই নহে। কালে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না. —পরস্পর কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারে না। জগত যত দিন—সম্বন্ধও ততদিন। এমন গুরুতর সম্বন্ধ যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মনে ব্যথা দিতে আমাদের মনে কি একটুক ব্যথা লাগে না।

প্রস্তাব উপসংহার কালে আর একটা কথা মনে পড়িল। তাহার মীমাংসা না করিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাব শেষ করিতে পারিলাম না। মোসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন, উপকারীজনের উপকার মনে করিয়া, কি হিন্দু ভ্রাতাগণের মর্ম্মাঘাতের কথা স্মরণ করিয়া গোবধ যেন বন্ধ করিলাম, কিন্তু জগতের একমাত্র সহায় বল, আশ্রয় যাহা কিছু বল—সকলি ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সার - ধর্ম্মই মূল। সেই ধর্ম, সেই এসলাম ধর্ম্মে বলিতেছে কোরবানি কর। মানিলাম বিধি আছে, সে বিধি লঙ্ঘনের উপায় নাই—তাহা যথার্থ। কিন্তু ভাই। সে তো বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র। তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল। অতি কম হইলেও সমগ্র ভারতে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার গোধন পাকস্থলিতে মজিয়া যাইতেছে। অতি কম হইলেও হাজার গোবৎস্য কেবল স্বরূযায় উড়িয়া যাইতেছে, এগুলি তো রক্ষা পাইবে। অনুমানের কথা নহে, কল্পনারও চিত্র নহে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি নির্দ্দয় কসাইগণ যে সময় সেই এক পক্ষ, কি মাসেক বয়সের গোবৎস্যগণের পা বান্ধিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া মাথায় করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যায়, তখন মানুষ মাত্রেরই চক্ষে জল আইসে, হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। আহা! গোবৎস্যগুলির সেই সময়ের কাতর রব শুনিলে মনে যে কত কথারই উদয় হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধ্য নাই. ক্ষমতা নাই—কি করি! যাক সে চিন্তা, সে কথা বৃথা! যে কথা বলিতেছিলাম, বৎসরে একদিন কোরবানি না দিলেই নহে। ইহা স্বীকার্য্য। মোসলমান মাত্রেরই একথা স্বীকার্য। কিন্তু কোরবানির কারণ কি? কেন কোরবানি (বলি) প্রথা প্রচলিত হইল, ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রতি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় মোসলমান সমাজের একেবারে দৃষ্টি করা আবশ্যক। সাধারণে জানে যে 'ইদজ্জহায়' গরু কোরবানি না করিলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না, মোসলমানিত্ব রক্ষা পায় না—এটি সম্পূর্ণ ভুল।

আমি শাস্ত্র দ্বারা দেখাইব, প্রমাণ করিব যে, গরু কোরবানি না দিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে। মোসলমানিত্ব অটলভাবে থাকিতে পারে।

অতি প্রাচীনকালে হজরত এবরাহিম খলিলল্লাহ এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বয়ং ঈশ্বর আদেশ করিতেছেন 'এবরাহিম! আমার নামে বলি দাও'—প্রাতে এবরাহিম একশত উট বলি দিলেন। রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম! তোমার বলি গ্রহণ করি নাই। বলি দাও। পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনরায় শত উট বলি দিলেন। বিধাতার লীলা বুঝিতে সাধ্য কার? তৃতীয় রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন ঈশ্বর বলিতেছেন, এবরাহিম তোমার বলি গ্রহণ হয় নাই; বলি দেও। ঘোর তপস্বী এবং ঈশ্বর ভক্ত এবরাহিম স্বপ্নাবেশেই মহাভীত হইয়া বলিলেন, প্রভো! এ দাস আজ্ঞার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতেছে না। তিনদিনে তিনশত উট বলি দিয়াছি, গ্রহণ হইল না। এইক্ষণে আমি কি বলি দিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করি। বলির উপযুক্ত আমার আর কি আছে? উত্তর হইল, এবরাহিম! তোমার বিশেষ ভালবাসা যে, তাহাকে বলি দাও, অর্থাৎ তোমার সন্তানকে বলি দাও। চিরভক্ত এবরাহিম প্রাতে উঠিয়া প্রথম স্ত্রীর নিকট, শেষে ইসমাইলের (পুত্র) নিকট ঈশ্বরের আদেশ প্রকাশ করিতেই তাঁহারা মহানন্দে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। তখনি এবরাহিম ইসমাইলকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরাইয়া গায় সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে পুত্রসহ কোরবানি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবং পুত্রের গলায় ছুরি বসাইতেই দৈববাণী হইল, এবরাহিম! তুমি ধন্য—তুমি যথার্থ ভক্ত। কিন্তু এবরাহিম! জগত বড় কঠিন স্থান, মায়া বসে সকলেই মোহিত। পুত্রের গলদেশ বিনির্গত রক্তের ধারা দেখিয়া—সে বদনমণ্ডলের বিকৃতভাব চক্ষে দেখিয়া তোমার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হইলেও হইতে পারে। তোমার অটল ভক্তির কথঞ্চিত পরিমাণ টলিলেও টলিতে পারে। তাহাতেই আদেশ হইতেছে যে, তুমি বস্ত্র দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার এ কীর্ত্তি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্বরূপ জ্বলন্তভাবে চিরকাল দেদিপ্যমান থাকিবে। এবরাহিম তাহাই করিলেন বলির পর দেখিলেন যে, ইসমাইল মহাজ্যোতি স্বরূপ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সম্মুখে একটি "দোম্বা" পড়িয়া আছে, রক্তের ধার ছুটিয়াছে। সেইদিন হইতে কোরবানির সৃষ্টি। এ পর্য্যন্ত মোসলমান জগতে প্রচলিত, ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ, সুতরাং কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত।

ঘটনা স্থান 'মক্কা' হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে। এখন কথা এই যে প্রথম কোরবানি দোম্বা। আরবদেশে আজ পর্য্যন্ত দোম্বাই অধিক পরিমাণে বলি হয়, উটও বলি হইয়া থাকে। আরবে কেহই গরু কোরবানি করে না। ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার। পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মোসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আসিয়াছে। এদেশে দোম্বা নাই—দোম্বার পরিবর্ত্তে ছাগল, উটের পরিবর্ত্তে গো, এই হইল শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা। এখন বুঝিলেন পাঠকগণ! বুঝিলেন কেন এ কথাটা এই প্রস্তাবে সংযোগ করিলাম। গরু কোরবানি না হইয়া ছাগলও কোরবানি হইতে পারে। তাহাতেও ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ইহার পরেও একটি কথা আছে যে, এক গরুতে সাতটি লোকের কোরবানি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, একটি ছাগ একজন ভিন্ন দুইজন নিষেধ। কাজেই ব্যয় লাঘবে গরুই অগ্রগণ্য। কিন্তু ভাই! এ কথার আপত্তি তুলিয়া আমার মুখবন্ধ করিতে পারিবেন না। কোরবানির গরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রকার একটি গরুর মূল্যে ২৫টি ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। তুমি বৎসর বৎসর ২।৩ টাকার মধ্যেই সারিয়া থাক। আবার সে ২।৩ টাকার ক্ষতি চামড়া বিক্রয় করিয়াই পূরণ কর। বিনাব্যয়ে ধর্ম্ম রক্ষা। লাভের লাভ তস্যলাভ মাংস। একযাত্রায় তিন লাভ—ধর্ম্ম রক্ষা, অর্থ রক্ষা, উদর রক্ষা। যাহা হউক, আর বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; সকাতরে প্রার্থনা যে, গোকুল বিনাশক, এবং গো খাদক নামে যেন আর আমরা অভিহিত না হই। চেষ্টা করিলে উভয়-কুলই রক্ষা হইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

গোধন কি সামান্য ধন?

গোধন কি সামান্য ধন? চতুষ্পদ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত বলিয়া কি গোজাতিকে সামান্য পশু বলিয়া মনে করিব? অকর্ম্মন্য পশুগুলিকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেই চক্ষে কি গোজাতিকে দেখিব? মনে কি বলে? মোসলমান ভ্রাতাগণ! মনের দ্বার খুলিয়া নিরপেক্ষভাবে বলুনতো—মনে কি বলে? দোহাই আপনাদের পিতা মাতার, মনে এক, মুখে আর বলিয়া স্ব-স্বমতের পোষকতা করিবেন না। চর্ম্ম চক্ষে যাহা দেখিতেছেন, গোজাতির দ্বারা যত প্রকার উপকার পাইতেছেন, একে একে সেই কথাগুলি মনে করিয়া মনের কথা বলুনতো, গোধন কি সামান্য ধন? গোজাতি কি সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শাস্ত্রে

গোজাতির গুণের কোন কথা উল্লেখ নাই। অন্যান্য "হালাল" পশু শ্রেণী মধ্যে কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে। শাস্ত্রে গোজাতির গুণাগুণ বর্ণন নাই বলিয়া কি সামান্য পশু ছাগল, ভেড়ার সহিত গোধনের তুলনা করিব। হরি! হরি! সেই দীর্ঘকায় উটের সহিত কি ইহার সামনজস্য দেখাইব? যদি ইসলাম ধর্ম্ম রবি প্রথমে ভারতেই উদয় হইত, যদি মোসলমান ধর্ম্ম জ্যোতিঃ প্রথমে বঙ্গেই প্রকাশ হইত, যদি নূরনবী হজরত মহম্মদ মুস্তফার অভ্যুদয় ভারতের কোন অংশে হইত, তবে বোধহয় গোজাতি সামান্য পশু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইত না। তিনি বিড়ালকে আদর করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত মোসলমান সমাজে সেই আদর অতি আদরের সহিত রহিয়াছে। কুকুরকে ঘৃণা করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কুকুর ঘৃণিতই রহিয়াছে। আরবে উটের যত আদর ভারতেও গোকুল সেই প্রকার আদরের ও যত্নের বলিয়া বর্ণিত হইত; —পবিত্র কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাগর পার হইয়া ভারত গগনে মোসলমান ধর্ম্ম-পতাকা অক্ষয় রূপে উড়িতে থাকিবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান ধর্ম্ম সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে? কে ভাবিয়াছিল যে মোসলমান জাতি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হিন্দুর সহিত একত্রে বাস করিবে? —পরস্পর আত্মীয়তা ঘটিবে? —একের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্যকে থাকিতে হইবে? একাত্মা এক প্রাণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? বিশ্রামদায়িনী নিশার অবসান হইলেই পরস্পর দেখাশুনা ঘটিবে? তাহা হইলে বিধি হইত, ব্যবস্থা হইত, গোজাতির উপকার বিষয় বর্ণিত হইত। দেশভেদে শাস্ত্রের প্রভেদ, জল-বায়ুর গুণাগুণে আহারবিহার পরিচ্ছদের বিভেদ, যদিও ইহাশাস্ত্রের কথা নহে। কিন্তু যুক্তির আয়ত্ত এবং কারণের অন্তঃভুক্ত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শাস্ত্রে যেমন গোজাতির বিষয় বিশেষ রূপে কোন কথা লিখা নাই, অন্যান্য পশু সম্বন্ধেও লিখা নাই; —আছে কেবল উট আর দোম্বার কথা যাহা ভারতের নিষ্প্রয়োজন, যাহা বঙ্গের অপুচ্ছ ও তুচ্ছ। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে, সহজ জ্ঞানে ইহাতেই তো বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা, আবশ্যকানুসারেই পবিত্রতা।

দৃষ্টান্তস্থলে আরও কিছু বলিব। শাস্ত্রে কোন কথা নাই, বর্ণনা নাই, নামটিও নাই, করিলে শাস্ত্রমতে বোধহয় পাপও নাই এমন শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য কি আমরা করি না? সকলই করিয়া থাকি। খাদ্যাদি সম্বন্ধে তো প্রথম প্রস্তাবেই

বলা হইয়াছে. দ্বিতীয় বার বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক! অন্য বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ভ্রাতা মোসলমানগণ! বলুন তো মোসলমান হইয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করা কোন হাদিসে আছে? একি দেশ প্রথা নহে? গুড়গুড়ি কি পেঁচাও-নলের বাহার দিয়া সুগন্ধিযুক্ত তামাকের ধূমপান করা কোন বিধি সঙ্গত? লাল রঙ্গের নাগরা জুতা কি কাল রঙ্গের চড়াতোলা জুতা ব্যবহার করা এটা কি? বাষ্পীয় শকটে, বাষ্পীয় পোতে গমনাগমন করার বিষয় কি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে? টেলিগ্রামে, টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান করা কি শাস্ত্রের বাহিরের কার্য্য নয়? বিলাতি দেশলাই বুঝি কোন মোসলমান ভ্রাতা ব্যবহার করেন না? কি পরিতাপ! হায়! হায়! কি দুঃখের কথা! মানচেষ্টারের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে একথা কি শাস্ত্রে লিখা আছে? কেবল শাস্ত্রে গোজাতির কোন প্রকার উপকারের কথা লিখা নাই বলিয়া কি তাহার উপকারিতার বিষয় স্বীকার করিব না? যাহা পুরুষ, পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, চক্ষে যাহা দেখিতেছি, অন্তরের শিরায় শিরায় যাহার প্রমাণ পাইতেছি, প্রতি শোণিত বিন্দুতে যাহার সাক্ষ্য দিতেছে, তত্রাচ বলিব যে গোজাতির বিষয় শাস্ত্রে কোন গুণের কথা লিখা নাই। গরুর গুণ কেন স্বীকার করিব? কেন গোবধে ক্ষান্ত হইব? আমাদের পক্ষে, গো, বৃষ, ছাগ, মেষ, হরিণ, সকলি সমান। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে বলিব না।—বলিতে সাধ্যও নাই। শাস্ত্র রক্ষা করিয়া উপকারীজনের প্রত্যুপকার করা মনুষ্যেরই কার্য্য। পশুরাই প্রত্যুপকার করিতে সহজে স্বীকার হয় না। হিংস্রক জন্তুরাই প্রত্যুপ-কারের পক্ষপাতী। মনুষ্যে কেন প্রত্যুপকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে?

নরাধম কসাইগণই গোহত্যা করে। "কাচ্ছাব" শব্দ হইতে কসাই হইয়াছে, কাচ্ছাব শব্দের ভাবার্থ ব্যবসাদার। বেশ তো, কসাইগণ ব্যবসা করে, শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য করে, তবে সে কসাই নামে অভিহিত হয় কেন? সে কথা আমাদের মনে আঘাত লাগে কেন? আজ হইতে মনের ভাব ফিরাইতে হইল। কারণ কসাই শাস্ত্র বহির্ভূত কার্য্য করে না, ব্যবসাদার—ভাল কথা, বড় মিষ্টি সম্ভাষণ। পাঠক! মোসলমান কবিগণ পারস্য ভাষায় কসাইয়ের বর্ণনা কিরূপ করিয়াছেন? যে গো-হত্যা করে তাহাকেই কি কসাই বলিয়াছেন? তাহা নহে। যাহার অন্তরে দয়া, মায়া, মমতা, কিছুই নাই, পর দুঃখে যাহার হৃদয় কাতর নহে, ব্যথা বোধ না করে,

তাহাকেই কসাই বলিয়াছেন, সে সঙ্গেই পাপ হৃদয়ের, কসাই হৃদয়ের তুলনা করিয়াছেন। মোসলমান কবিদিগকে সহস্র ধন্যবাদ! শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্য বলিয়া তাঁহারা কসাইকে উচ্চাসনে বসাইয়া যান নাই। মহাঋষি, যোগী, ঘোর তপস্বী বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই। কসাই নীচ, অতি জঘন্য, কসাইকে মনুষ্য দলের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। গো-জীবন হত্যা করে বলিয়া এত অপমান, এত শাস্তি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু গোখাদককে কেহ কিছু বলেন নাই। কি ভ্রম! কি ভ্রম! আহা! কসাই কি নিজ উদর গোমাংস দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে গোহত্যা করে? আপন সন্তান-সন্ততী, পরিবারগণের রসনা পরিতৃপ্তি হেতুই কি নিরীহ গোজাতির গলায় ছুরি বসাইয়া থাকে? যাহাদের জিহ্বা গোমাংসের জন্য লালায়িত, যাহারা গরু হজম করিতে পটু, তাহারা কসাইয়ের মালবদাদা। যদি খাদক না জোটে, তবে খাদ্যের আমদানি কে করে? নিজের খাদ্য কে বলের মহিষ তাড়ায়! মোসলমান ভ্রাতাগণ! অপরাধ মার্জনা করিবেন, কথাতেই কথা বাড়ে, তর্কস্থলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, এই দেখ এখনি একটি কথা আসিল। যদি মোসলমান কবি কি লিখক মহামতিগণ কসাইকে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরীভূত না করিতেন, তবে আজ এই অধমের সামান্য লিখনি গোখাদক ভ্রাতাগণের মস্তকের উপর সঞ্চালিত হইত না। ন্যায্য কথা লিখিয়া স্বজাতীয় ভ্রাতাগণের মনে ব্যথা দিতাম না। তাঁহারা গোমাংস পোড়া উদরের সেবায় না লাগাইলে কসাই মহাশয় কখনি গোহত্যা করিতেন না। কসাই নামেও সম্বোধিত হইতেন না।

পাঠকগণ! মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতির গুণের ব্যাখ্যা নাই—সুতরাং সাধারণ পশু মধ্যে পরিগণিত।—উদরে পোষণে দোষ কি? একথাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই। অত্রস্থ কোন মৌলবী মহামতির কথার আভাষে বুঝিয়াছি যে, ঐকথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। ধর্ম্মের দায় দিয়াই গোজাতির সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রগণ্য।—প্রতিবাদ করিবেন। ভ্রাতাগণ! আমিও প্রতিবাদ প্রার্থনা করি। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভা-সমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্ম্মাহত, ভীষণ— মহাভীষণ ব্যাপারস্বরূপ—গোহত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমের লিখনি ক্ষান্ত হইবে না। সেই কৃপা-

ময় ভগবান কৃপায়, গোকুল রক্ষা করিতে লিখনি যে সঞ্চালিত হইয়াছে যতদিন ইহার শেষ না হইবে ততদিন সমানভাবে চলিবে। আজ যদি সেই প্রাচীন নগর ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে গোখাদক সম্রাটকে দেখিতে পাইতাম, কাজীসাহেবের দোরবার (চাবুক) ভয় আমার থাকিত তাহা হইলে এ প্রস্তাব জনসাধারণের গোচর করা দূরে থাকুক, মুখে আনিতেও পারিতাম না। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ-সিংহ ইহার শাসনকর্তা, ন্যায্য কথা বলিতে কোন বাধা নাই—ভয়েরও কোন কারণ নাই। সুতরাং লিখনি ক্ষান্ত হইবার নহে। আমার বোধ হইতেছে স্থানীয় মোসলমান ভ্রাতাগণ ঐ এক কথা বলিয়াই সরিয়া পড়িবেন, আমার প্রস্তাবের সত্যাসত্য বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা বোধহয় না করিলেও করিতে পারেন। যাহা হউক গোজাতির উপকারিতা বিষয় হিন্দুশাস্ত্র সংগত মাত্র দুইটি বচন সহায়ে সাধারণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্রে এবং করযোড়ে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভ্রাতাগণ আপনারাও কি এ সময় নীরব থাকিবেন? আমার প্রস্তাবে পোষকতায় লিখনি সঞ্চালন করিবেন না? অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া গোধন রক্ষার জন্য কত কি উপায় করিতেছেন। টাঙ্গাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ! এ বিষয়ে কি একেবারেই নীরব থাকিবেন? অন্যান্য স্থানে হিন্দু মহোদয়গণই ইহার প্রধান নেতা হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, টাঙ্গাইলের শুভভাগ্যে তাহার বিপরীত। লিখক মোসলমান, পত্রিকাখানিও মোসলমানের, এমন সুযোগ কি আর পাওয়া যাইবে? হিন্দু ভ্রাতাগণ! ইহা কি আমার আক্ষেপের বিষয় নহে? খাদক রক্ষার কান্না কাঁদিতেছে, 'আহমদী' অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। কিন্তু আপনারা নীরব! দেখুন তো আপনার শাস্ত্রে কি বলে।

"লোকে হস্মিনমঙ্গলানন্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ
হিরণ্যং সর্পি বারিত্য আপোরাজা তথাষ্টমঃ॥
এতানি সততং পশ্যেন্ন সোবর্চ্ছায় চ্চযং।
প্রদহিণঞ্চ কুর্ব্বীত তথা চামুর্ণ হীয়তে॥"

'ব্রাহ্মণে, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা—এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল পদার্থ সর্ব্বদাই ইহাদিগকে দেখিতে হইবে, নমস্কার করিতে হইবে, অর্চ্চনা করিতে হইবে, আর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। সমান যত্ন করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে, কেননা সকলেই আমাদের মহোপকারী।"

আবার দেখুন !

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পিদধিরোচনা।
ষড মেতদ্‌ধি মাঙ্গলাং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং ॥"

"গোমূত্র, গোময়, গব্যঘৃত, দধি এবং গোচনা এই অষ্ট প্রকার গব্য দ্রব্যই শুভ। হিন্দুর সকল প্রকার শুভকর্ম্মে ইহার প্রয়োজন।"

এইরূপ বচন হিন্দুশাস্ত্রে শত সহস্র রহিয়াছে। সে সমুদায় বিবৃত করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, মোসলমান তাহার শাস্ত্র বজায় রাখিয়া গোবধ জন্য চীৎকার করিতেছে, টাঙ্গাইলের হিন্দু ভ্রাতাগণ নীরব ! ভ্রাতাগণ ! জানিবেন ভারতে হিন্দু মোসলমান একত্র হইয়া একযোগে কোন কার্য্য না করিলে কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। একপক্ষ শতবর্ষ কথা কুটিলেও ঈশ্বর সদয় হইবেন না। অদ্য এই পর্য্যন্ত !!

তৃতীয় প্রস্তাব

গোমাংস

খাদ্য অখাদ্য সুখাদ্য। —যাহা সকলেই খায় তাহাই সাধারণ খাদ্য। যাহা কোন মানুষে ভক্ষণ করে না। —তাহাই অখাদ্য। রুচি ভেদে, কাহারও অখাদ্য, কাহারও সুখাদ্য। কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, ছাবপোকা কাহারও সুখাদ্য কাহার অখাদ্য। গরু কাহারও খাদ্য, কাহারও অখাদ্য। ছাগ, মেষ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি কাহারও অখাদ্য আবার কাহার কাহার উপাদেয় খাদ্য। এই সকল গোলযোগে, যাহা সকল মানুষেই খায়, কি খাইতে ঘৃণা না করে, কোন প্রকার অসুখেরও কারণ না হয়, তাহাকেই খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। অখাদ্য যাহা কোন মানুষে খায় না। সুখাদ্যের কথাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইক্ষণে কথা এই—দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাকস্থলির পেষণশক্তির শক্তি বুঝিয়াই উদর পূর্ণ করা উচিত। আমরা বঙ্গবাসী। আমাদের সাধারণ খাদ্য কি ? দশে পাঁচে একদিন কি কুটুম্ব স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগের আগমন উপলক্ষে আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করি তাহাকে সাধারণ খাদ্য বলিতে পারি না। সদা সর্ব্বদা যাহা খাইয়া থাকি, সেই খাদ্যই যথার্থ খাদ্য। বঙ্গের জল, বায়ু, তাপ এবং মৃত্তিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথার্থ খাদ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে, একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া না উঠিয়া,—গরু খাইতে বারণ

করে, এত বড় কথা? —ইহাতেই আগুন না হইয়া শান্ত এবং [illegible] না খাইলে না চলে, আমরা তো খাইয়াই থাকি—আর কথা কি? যাহারা এই বঙ্গরাজ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে না, তাহাদের ও আমাদের কোন বিষয়ে যদি তারতম্য কি পার্থক্য থাকে, কি গোমাংস প্রভাবে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভবান বা বলবান হইয়া থাকি, কি কালে হইতে পারিব, তবে গোমাংস কেন ছাড়িব? এইক্ষণে দেখা আবশ্যক, বর্তমান জলবায়ু, তাপসম্ভূত বঙ্গরাজ্যে আমাদের খাদ্য কি গোমাংস?—না একথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্য যাহাদের এত জেদ এত প্রতিবাদ, ধর্ম্মত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাঁহারা তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধ্যাই কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন? না প্রতি সন্ধ্যাতেই গোমাংস ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্তি করেন? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই—মিথ্যা বলিবেন না। প্রতি সন্ধ্যা গোমাংস ব্যঞ্জন পূর্ণ বাটী সম্মুখে দেখিলে মনে কি বলে? চক্ষু কি দেখিতে ইচ্ছা করে? না হাতে তুলিয়া মুখে দিতে ইচ্ছা হয়? প্রতিদিন যে খাদ্য খাইতেছেন, যথা ভাত, ডাইল, তরকারী, দুধ, মৎস্য ইত্যাদি। ইহা তৃপ্তিকর এবং রুচিকর। প্রতি সন্ধ্যা না হয় প্রতিদিন এই সকল খাদ্যে উদর পরিপূর্ণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন; বলুন তো কোনদিন কি ঘৃণা হইয়াছে? না হইবে? যদি গোমাংস খাদ্য হইত, যদি গোমাংসই জীবনোপায়ের একমাত্র উপায় হইত, যদি বঙ্গবাসীর খাদ্য হইত, তবে প্রতিদিন রন্ধনশালায় দেখিতাম, প্রতি সন্ধ্যায় অন্নের সহিত প্রতিযোগিতায় একত্র দেখিতাম, প্রতি গ্রাসে হস্তে দেখিতাম, পাতে দেখিতাম, মুখে দেখিতাম। চক্ষুও জুড়াইত, মনও ভালবাসিত। ইহাতেই তো বলি মন স্বাধীন। সে না লিখকের লিখনিকে ভয় করে, না মৌলবী সাহেবের অযথা ক্রোধে ভয় করে—প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্বেও সহজে ঘটে না। জোর জবরাণে ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেঁকেনা? যিনি আহারদাতা, যিনি আমাদের রক্ষাকর্তা, যিনি খাদ্যাখাদ্যের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার বিবেচনায় ভুলভ্রান্তির অতি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষুদ্র অংশও যে আছে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। মনযোগ

সহকারে একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রেত ভাব অতি সহজেই জ্ঞানগোচর হই। তিনিই দেশভেদে খাদ্যের প্রভেদ করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত খাদ্যই আমাদিগের রুচিকর ও তৃপ্তিকর। গোমাংস খাওয়াই যদি আমাদের কর্তব্য হইত, তবে এত সুস্বাদু ফলমূল শস্যাদি দ্বারা বঙ্গক্ষেত্র পরিপূরিত করিতেন না। —নদী জলেও এত মৎস্য জন্মিত না। যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময় ভগবান তাহা অপর্য্যাপ্তরূপে দান করিয়াছেন। বঙ্গে থাকিয়া কি ইউরোপীনের খাদ্যের অনুকরণ করা উচিত? না আরববাসীদিগের আহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উদর পূর্ণ করা বিধেয়? দেশভেদে আহারের প্রভেদ—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

কাল--অর্থাৎ সময়। বঙ্গবাসী মোসলমানদিগের এমন দুঃসময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, গোমাংস না খাইলে আর জীবন রক্ষা হয় না? এমন কোন সময় কি উপস্থিত হইয়াছে যে, অনাহারে মরি মরি হইয়া, না খাইতে পারিয়া প্রাণপাখি দেহপিনজর হইতে উড়ি উড়ি হইয়া, গোমাংসে শুধু গোমাংসে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, জীবনীশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে? দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমরা কিসের অভাব মনে করি? কোন জিনিসের অভাবজনিত আমাদের কষ্ট বোধহয়? অন্নের—না গোমাংসের? বরং কোন কোন সময় দুই একজন অর্থশালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে, এবারে জলে মাছ নাই। ডাঙ্গায় গোমাংস নাই,—একথা বলিয়া কোন মৌলবী সাহেব কবে আক্ষেপ করিয়াছেন? কোন ভ্রাতা গোমাংসের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করে? রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করেন? ইহাতেও কি বলিব যে গোমাংস আমাদের খাদ্য, এ সময়ে, এ দুঃসময়ে গোমাংসই জীবনের জীবন, শরীর পোষক, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারক?

এখন পাত্র হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। খাই গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পচা বিল কি পাতকুয়ার জল! বায়ু সেবন করি ঝাড় জঙ্গলের, পাট ক্ষেত্রের, না হয় ধানের মাঠের। থাকি খড়ো ঘরে। চলাফেরা করি সেঁতসেঁতে ভিজেমাটি, জল কাদার উপরে। শরীরের গঠন ও আয়তন তেমনি। অস্থি, পেশী-শক্তিও তথৈবচ। সাহসের তো কথাই নাই। পাকযন্ত্রের অগ্নির তেজ, ধারণা ও ক্ষমতার কথা আরকি বলিব। চাল ভাল করিয়া সিদ্ধ না হইলেই মারা গিয়াছি।

—হাতের জল আর শুষ্ক হয় না। দুগ্রাস বেশী গলাধঃ করিলেই পেট ফাঁপিয়া প্রাণ আই-ঢাই করিতে থাকে পাথরচুণীর পাতা আর লবণের দরকার হয়। ক্ষমতানুসারে হজমিগুলিরও আশ্রয় লইতে হয়। এমন জীর্ণ শক্তি-বর্জিত মহাপুরুষেরা গোমাংস ভক্ষণের উপযুক্ত পাত্র না হইয়া আর কে হইবে? গোমাংস সহজে পরিপাক হয় না। অল্প জ্বালেও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হইলেও টানিয়া ছেঁড়া যায় না। ছিঁড়িলেও আবার দন্তের এমন শক্তি নাই যে, উপযুক্ত মত পিষিয়া সহজে পরিপাকের উপযুক্ত করিয়া দেয়। পাকযন্ত্রেরও পেষণশক্তি এত প্রবল নহে যে, যথার্থ খাদ্যের ন্যায় উহাকে যথা সময়ে পরিপাক করিয়া ফেলে। গোমাংস খাইলেই পেটের অসুখ, দাঁতের অসুখ, তাহার পর গায়ের জ্বালা, মুখকান্তির, বিকৃতি শরীরের লাবণ্যহীন,—এতো ধরাবাঁধা কথা। তাহার উপর মহাব্যাধি। আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত লোকের পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মোসলমান? দেখুন দেখি কেমন লাভ! এত উপকার যাহাতে, তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ছাড়া যায়? আর একটি কথা বলিয়াই প্রস্তাব উপসংহার করিব। বঙ্গদেশে বাস করি, বঙ্গের চিকিৎসা-শাস্ত্র কাফেরের শাস্ত্র—তাহা তো স্পর্শই করিব না। ডাক্তারি মতও তাহাই! —এপিট আর ওপিট। হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে। ইউনান (গ্রীস) নিকটে না হউক, জলবায়ুর সহিত সমতা না থাকুক, তত্রাচ আমরা বাদশার জাত বাদশাই দারু, বাদশাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়। ভাল কথা—আমিও স্বীকার করি। ইউনানে হাকিমি মতের সৃষ্টি, সুতরাং সেইমতের চিকিৎসা-শাস্ত্রই সর্ব্বাগ্রে গণ্য। মানিলাম তাহাই মানিলাম। ভ্রাতাগণ! সেই হাকিমি মতের বস্তুবিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। যদি মূর্খতা দোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, গোমাংসের গুণাগুণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন তিনি কি বলেন। মলাধারে হারগাঁথা এক প্রকার কৃমি, কোন মাংসে জন্মিয়া থাকে? বাতরোগের জন্ম কোন মাংসে বেশী হয়? স্বভাবে বাধা দিতেছে, রসনা অরুচির কথা কহিতেছে, মহাপ্রাণী অস্বীকার করিতেছে, চক্ষু দেখিতে বিরক্ত হইতেছে, দন্তব্যাধিগ্রস্থ হইতেছে, পাকস্থলি পরিপাকে অশক্ত হইতেছে। —মনের বিকারেই ভগবানের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবু বলিব? তবু স্বীকার করিব যে

গোমাংস বঙ্গবাসীর খাদ্য? ভুগিতেছি, মরিতেছি, স্বচক্ষে ফলাফল দেখিতেছি, গোমাংস ভক্ষণের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি, তবু গোমাংস জন্য যে জিহ্বা লক লক করে, যে জিহ্বায় রস পড়ে, ধিক তাহাকে! শতধিক।

আবার আমার কয়েকটি কথা

বিগত পৌষ মাসের আখ্‌বারে এস্‌লামীয়া পত্রিকায় "গোমাংস" প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা গো-জীবনে গৃহীত হইল। সমুদায় প্রস্তাব ও প্রতিবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ন্যায়-অন্যায় সাব্যস্তে বিচারের ভার পাঠকগণের হস্তে। লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়ের জন্য কেহ ব্যস্ত হইবেন না। শীঘ্রই স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন।

যে প্রতিবাদে হিংসার আভাস, দ্বেষের অপছায়া, অপকথার স্পষ্ট আভা দেখা যায়, সেখানে লিখক নীরব। কিন্তু এক্ষেত্রে নহে। প্রতিবাদের প্রতি কথার উত্তর পাইবেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রতি ছত্রে ছত্রে নক্ষত্র দেখিবেন। এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশ বিচার, ধর্ম্মাসনে ন্যায়দণ্ডের নিরপেক্ষ, প্রতিভা প্রভাবে প্রমত্ত ক-নজরকেও ক্ষুদ্রপ্রাণী মশার হস্তে পরাস্ত হইতে দেখা যায়। কে বলিতে পারে কাহার ভাগ্যে কি আছে। ঈশ্বর সহায়, এলাহী ভরসা, ভগবান রক্ষক।

গো দুগ্ধ

দুগ্ধ জীবের জীবন। বিশেষ মানব জীবনের জীবনীশক্তির উপকরণ। দুগ্ধের সহিত মানুষের এমনি সম্বন্ধ যে দুগ্ধ নামেই ভক্তির উদয়—দুগ্ধ নামেই মহা-প্রাণী শীতল। দুগ্ধই যেন প্রাণ, দুগ্ধই যেন জীবনের জীবন,—ভারতবাসীর স্বর্গীয় সুধা। কোন কোন দেশে ছাগ, গর্দ্দভ, মহিষ, উষ্ট্র, প্রভৃতির দুগ্ধও উদরে স্থান পায়, কিন্তু গো দুগ্ধ আমাদের যত প্রয়োজন, যত প্রকার সুখাদ্যের স্থূল ও মূল উপকরণ, অন্য দুগ্ধ সে প্রকার নহে। বিশেষ গর্দ্দভ দুগ্ধ সর্ব্বজন মুখপ্রিয়, কি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। কোন কোন পীড়ার মহৌষধ হইলেও শাস্ত্র বর্জিত। সুতরাং গো দুগ্ধই সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে দিন ভারতসন্তান জননীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইদিনে, সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি-হেতু গো দুগ্ধেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছে। জীবন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা আহারের উপাদেয় উপকরণ হইয়া, নানা আকারে, নানা প্রকারে অথবা কাহার সঙ্গে মিশিয়া আত্মার বল, হৃদয়ের বল, শরীরের বল, মস্তিষ্কের বল, সবল-

রূপে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। রাজাধিরাজ মহারাজের সুবর্ণজিত রন্ধনশালা হইতে, দরিদ্রের পর্ণ কুটিরস্থ ক্ষুদ্র পাকপাত্র পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে, গো দুগ্ধ প্রবেশ করিতেছে। ইহার নিকট জাতিভেদ পরাস্ত, ঘৃণা অ-রুচি লজ্জিত, হিন্দু মোসলমানের নিকট সমভাবে সমাদৃত। সম্প্রদায় প্রভেদে ভারতে খাদ্যাদির বিশেষ বিভেদ আছে, কিন্তু দুগ্ধের নিকট বিধানকর্ত্তার হস্ত সঙ্কোচিত, মস্তিষ্ক অবনত। যে হিন্দু গোমাংসের কথা শুনিলে কর্ণে হাত দিতেছেন, তিনি গোরসে মত্ত। আবার যে মোসলমান গোমাংস জন্য জিহ্বার জল ফোঁটায় ফেলিতেছেন, তিনিও গোরসে লালায়িত। দয়াময় ভগবান সার অংশ, তৈল অংশ, মধুর অংশ এবং জল অংশ—এই কয়েক অংশ দ্বারা দুগ্ধের সমষ্টি করিয়া অপার লীলা দেখাইয়াছেন। শুধু মাংস আহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এমন কোন খাদ্য নাই যে সেই একমাত্র খাদ্য গলাধঃ করিয়া শরীর রক্ষা হইতে পারে, প্রাণ বাঁচাইতে পারে। সে গুণ, সে ক্ষমতা কেবল একমাত্র দুগ্ধের। পবিত্রতার গুণই বা কত বলিব, —কাফেরের হস্ত হইতে মৌলবী গ্রহণ করিতেছেন, চণ্ডালের হস্ত হইতে ব্রাহ্মণে লইতেছেন। কাহারও মনে দ্বিধা নাই, কোনরূপ ঘৃণার কথা মুখে নাই। গোমাংস যেমন, সম্প্রদায় বিভেদে ঘৃণার্হ, তেমনি গোদুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেই আদরের। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত যাও, খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা অর্থাৎ গ্রহণ বর্জ্জন এবং রুচি-অরুচি, সকলি দেখিতে পাইবে, কিন্তু দুগ্ধ সম্বন্ধে সেই এককথা, সেই একমত, সেই একভাব। কেহই দুগ্ধের বিরোধী নহে, কোন সম্প্রদায়েরই পরিত্যাজ্য নহে। স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে, শীত গ্রীষ্মে, সর্ব্বকালে সেই স্বর্গীয় সুধা রুচিকর ও তৃপ্তিকর। যে সকল সাহেবগণ গোকুল নির্ম্মূল করিতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারাও দুগ্ধকে পবিত্র খাদ্য মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, অন্তরাত্মা শীতল হইতেছে। শাস্ত্রের দায়দিয়া দুগ্ধের বাটীটি পর্য্যন্ত ধুইয়া উদরে ঢালা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে—সে সময় "হজরত নূরনবী মোহাম্মদ মুস্তফা" সেই অনন্তকৌশলীর অনন্তলীলায় মর্ত্ত হইতে সপ্ততল বিমান অতিবাহিত করিয়া পবিত্র অনন্তধামে দয়াময়ের দরবারে স্ব-শরীরে বিঘোর নিশীথ সময়ে "বোরাক আরোহণে" (স্বর্গীয় বাহন) অতি মুহূর্ত্তে নীত হইয়াছিলেন—বলিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে —সে মহাপবিত্র পূণ্যধামেও দুগ্ধেরই প্রাধান্যের কথা শুনা যায়। প্রিয় প্রণয়ীর অভ্যর্থনা হেতু পাত্র পূর্ণ দুগ্ধই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! স্বর্গেমর্ত্তে সমান আদর? ধন্য ভগবানের লীলা ও মহিমা!

গো-খাদক কসাইগণ, গোমাংস পূর্ণ বাটী প্রতিদিন অন্নের সহিত দেখিতে নারাজ। আবার কিন্তু দুগ্ধ পূর্ণ বাটী প্রতি সন্ধ্যা আহারের সময় সম্মুখে পাইলে আর রক্ষা নাই—বাটী ধৌত জল পর্য্যন্ত উদরে স্থান পায় ও মহা-পরিতোষ জন্মে। শয্যাধারী জ্বররোগীর যেমন দুগ্ধের প্রয়োজন, বলবীর্য্যশালী বলমত্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক। প্রতিদিন এক ব্যনজন, এক মাংস, এক ডাইল, এক তরকারী একই খাদ্য দ্বারা জীবাত্মার কখনই সন্তোষ জন্মে না,—কিন্তু দুগ্ধ তাহার বিপরীত। অনেক মহোদয়কেই এক সন্ধ্যা দুগ্ধের অভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, গোরস উদরে না গেলে অপকারের কথাও সময় সময় শুনা যায়। সামান্য কথায় বলে যে, সাত সন্ধ্যা দুগ্ধ বা দুগ্ধ সংযুক্ত কোন দ্রব্য না খাইলে চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস এবং উদরতন্ত্রী শুনীরত্ব স্থিত্বে পরিণত হয়। উদর সেবায়, বন্ধু সেবায়, দেব সেবায় সর্ব্ব সেবাইতেই গব্য রসের আয়োজন ও প্রয়োজন। রোগী রোগশয্যায় শায়িত, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবে, যমদূত দণ্ডায়মান।—চক্ষু জ্যোতিঃহীন।—তারায় নীলিমা রেখা,—জিহ্বা জড়, হস্তপদ অবশ, নিঃশ্বাসেই আশা,—পরিজন শিয়রে এবং পার্শ্বে ম্লানমুখে। ঔষধে ক্ষান্ত। যম তাড়নায় অস্থির। হৃদয় শুষ্ক, কণ্ঠ নীরস।—হায়রে! সে সময়েও দুগ্ধ স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক। জগত ছাড়িয়া যাইতেছে, প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পালাইতেছে, প্রাচীনেরা ঈশ্বরের নাম করিতেছে, আত্মীয়-স্বজনেরা সে নিদারুণ সময়েও রোগীর মুখে দুগ্ধপাত্র ধরিতেছে। গলাধঃ করিবার শক্তি নাই, গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। বাটী বাটী গোমাংস ঘরে থাকা সত্ত্বেও চেতনা শূন্য শয্যা ধরা, প্রায় মরা রোগীর মুখে কেহই এক টুকরা গোমাংস তুলিয়া দিতেছে না। গোরসই ধারক, বিরেচক এবং শেষ তৃষ্ণা নিবারক। ভ্রাতাগণ! বলুন তো, মূলে কুঠারাঘাত করিলে কি আর ফল লাভের আশা থাকে? গোকুল নির্মূল করিলে কি আর দুগ্ধের দ্বারা জীবনের শেষ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় থাকে?

আখবারে এস্‌লামীয়া—মাসিক পত্রিকা। টাঙ্গাইলের অন্তঃর্গত করটীয়া আহমদীয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রিন্টার মীর আতাহার আলী, সম্পাদক মৌলবী নইমদ্দীন। ১২৯৫ সনের শ্রাবণ মাসের পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে

গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ

আহমদীতে গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। আল্লা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে কিছু লিখিব, এবার এস্লামীয়ার একটি প্রিয়বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়।

গোবধ সম্বন্ধে ভারতের নানা স্থানে বাস্তবিকই আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আপনি বলেন 'কোন সম্প্রদায়ের মর্ম্মের সহিত সংযোগ স্বতরাং আমি নীরব' কেবল আহমদীর কোন প্রিয়বন্ধুর অনুরোধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন। গোবংশ-রক্ষক মহাশয় যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। যদি তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান না হন, তবে আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি। যদি বাস্তবিকই তিনি মুসলমান হন তবে তাঁহার প্রত্যেক কথার উত্তর না দিলে আমরা শাস্ত্রানুযায়ী অপরাধী। অতএব তাঁহার প্রত্যেক কথার ক্রমশঃ প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। গোবংশরক্ষক মহাশয় আদৌ গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা শীর্ষক স্থলে ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতবাসীর উপজীবিকা এবং ধনপ্রাণ অধিকাংশ গোজাতির প্রতি নির্ভর, সেই গোজাতিকে সম্প্রদায় বিশেষের যে একেবারে নির্ম্মূল করার ইচ্ছা আছে ইহা কখনও সম্ভবে না। কোন কোন জাতি গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়াই যে গোজাতি সমূলে নির্ম্মূল হইবে তাহার কথা কি? গো নিধন আজকাল নূতন আরম্ভ হয় নাই, বহুকালাবিধি গো নিধন চলিয়া এতকাল মধ্যে যখন গোধনের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই তখন তাঁহার আশঙ্কাই বা কেমন? কেহ গোজাতিকে পরম শত্রুজ্ঞানে বংশ নিপাতার্থে বধ করে না। যেমন মাঝে মাঝে গোবধ হইয়া থাকে তেমনই অনবরত গো বর্দ্ধনও গোজাতির উন্নতির জন্য শত শত চেষ্টাও হইয়া থাকে। একদিকে আংশিক ক্ষয় অপরদিকে প্রচুর বৃদ্ধি।

২। গোবংশরক্ষক মহাশয় যে স্বয়ং মুসলমান নহেন তাহা তাঁহার আপন কথাতেই সপ্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলেন, "আমি মুসলমান, গোজাতির পরম শত্রু, গোমাংস হজম করিতে পারি ইত্যাদি" এই ভান করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিতেছেন। যিনি মুসলমান হইবেন তিনি কখনই আপন শাস্ত্রানুমোদিত হালাল বস্তুর প্রতি ব্যঙ্গজনক উক্তিতে ঘৃণা ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা

জাতিগণ শুনিয়া কাফের শ্রেণীতে গণ্য হইবেন না। অতএব তিনি মুসলমান নহেন।

৩। তিনি বলেন, "পালিয়া পুষিয়া বড় বলদের গলায় ছুরি বসাইতে পারি।" তিনি মুসলমান হইলে অবশ্যই অবগত থাকিতেন যে তাঁহারা কোন প্রকারের বলদের গলায় ছুরি বসাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলিষ্ঠ কার্য্যোপযোগী বড় বলদের গলায় ছুরি বসান না।

৪। মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধবতী গাভী ও দুগ্ধপায়ী বৎস জবাহ করে না, প্রয়োজন মতে তাহারা বন্ধা গাভী অথবা দুগ্ধ দেওয়ার অনুপযুক্ত গাভী জবাহ করিয়া থাকে। গোবংশ রক্ষক মহাশয় যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিত বাস করিতেন তবে গোমাংস ভক্ষণের প্রণালী বিশেষরূপে অবগত থাকিতেন। কোরাণে অনেকস্থলে 'কোরবানি' শব্দ উল্লেখ আছে, তৎপরিবর্ত্তে তিনি 'বলি' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বোধকরি আশৈশব তাঁহার বলি এবং কাটাছিড়ার অভ্যাস, অতএব তিনি যে মুসলমান নহেন তাহাতে সংশয় কি?

৫। তিনি বলেন, যাহা ন্যায় চক্ষে দেখিতেছি, যে ব্যক্তি মুসলমান শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে দীক্ষিত বলিয়া আপনিই স্বীকার করিতেছেন ও আবার তিনি সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় বিশেষের অন্যায় প্রতিবাদে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাঁহার আপন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই তাঁহার আবার ন্যায় চক্ষু কোথায় ধর্ম্মের সহিত ন্যায়ের নৈকট্য সম্বন্ধ।

৬। লিখক বলেন, "প্রিয় মৌলবী সাহেব মার্জ্জনা করিবেন।" মৌলবী সাহেব! আমি আপনাকে মার্জ্জনা করিতে পারি না. আপনি যে বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সহিত ধর্ম্মের অনেক যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব আপনি সম্পূর্ণ মার্জ্জনার অযোগ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি আপনি মুসলমান না হন তাহা হইলে আপনার প্রবন্ধের উত্তর দিতে বাধ্য নই. যদি মুসলমান বলিয়া দাবি করেন তবে আপনার প্রকৃত মুসলমানীয় দাবির কি সত্ত্ব আছে অগ্রে প্রকাশ করিয়া বলুন তাহাতে যদি আপনাকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া প্রতিতী জন্মে তবে এ সম্বন্ধে ফতওয়া (পাতী) প্রদান করিতে বাধ্য নতুবা আমার নিরব থাকাই ভাল। মুন্সীসাহেব যাহা বলিতেছেন তাহাই একটুক মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

৭। লিখক বলেন, "প্রিয় মুন্সীসাহেব ক্ষমা করিবেন।" মুন্সীসাহেব! আপনাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে না। "আমাদের মধ্যে হালাম হারাম ইত্যাদি"—এ-কথা আপনে ব্যবহার করিতে পারেন না। বোধহয় আপনে গোমাংস ভক্ষণার্থে মুসলমান ধর্ম্ম নূতন গ্রহণ করিয়াছেন এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত গোমাংস ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে সাধ্য হয় নাই, তাই বুঝি গোমাংসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন। এমন ব্যক্তিকে কখনই মুসলমান জগৎ প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন নাই যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই লোকসমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্দেশিত হইবে।

৮। গো বংশরক্ষক মহাশয়! আপনে মুসলমান বলিষা দাবি করুন তাহাতে আমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। "রাফিজী" সম্প্রদায়ও মুসলমান বলিয়া দাবি করিয়া থাকে, কিন্তু সাফি, হানিফি শব্দ উল্লেখ হালাল হারামের বিচারের প্রয়াস পাওয়া আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে শোভা পায় না।

৯। "সাফি মতে জলজন্তু মাত্রেই হালাল"—এই শাস্ত্র আপনে কোথায় পাইলেন আমাকে দেখাইযা দেউন। অনেক শ্রেণীস্থ জলজন্তু সাফি মতেও হারাম। বোধকবি আপনিই প্রথম মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া যখন যে জন্তু সম্মুখে পাইতেন তাই ভক্ষণ করিয়া তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিযা থাকিবেন। শেষ বজকের পায় পড়িয়াছেন।

১০। "সাফি মতে বজকের পদ যতটুকু জলে থাকে কাটিয়া লইয়া ইত্যাদি."—এমন কথা কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদীয় কোন ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। আপনে কোথা হইতে আনিয়া যোগ কবিতেছেন বুঝিতে পাবি না। কোরাণ হাদিস এবং মহাম্মদী ধর্ম্মগ্রন্থে যে বিষয় নাই সেই সব বিষয় আছে বলিয়া যাঁহারা প্রচাব করেন তাঁহারা কোরাণের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাফের এবং মহাম্মদীয় ধর্ম্ম হইতে বর্জিত বলিয়া নির্দ্দেশিত। বোধকরি আপনিই কখন সাফি মতের দায় দিয়া রজকের পায়ের সিদ্ধ পোড়া শুরওযা, ঝলসা প্রভৃতি পাক আহার করিয়া স্বাদ পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

১১। "শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ না করিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অখাদ্য তাহার নাম উল্লেখ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য, খাইও না, লিখা আছে!" —শাস্ত্রে লিখা আছে কি না তাহা

আপনার ন্যায় লোকে কিসে জানিবে? আমাদের জন্য গোমাংস হালালই আছে, আমরা তাহাই আহার করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি। আপনার ভাগ্যে ঘটে না বিধায় বুঝি আপনে যে স্থানে যে হাড় পান তাহাই চিবাইয়া দন্ত পরিতৃপ্ত করেন। বিশেষ কোন কারণানুসারে কোরাণে তীব্রভাবে গোবধের আদেশ আছে। আপনার তদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য থাকিলে বারান্তে জানাইব। গোজাতি পরম উপকারী জন্তু বলিয়া ভক্ষণ নিষেধ হইলে কোরাণে ও হাদিসে তাহার স্পষ্ট নিষেধ আজ্ঞা থাকিত। বিশেষ সম্মানি জন্তু মধ্যে গণ্য হইলে কোরাণে উটের ন্যায় উহারও প্রশংসা থাকিত।

১২। "খাইবার অনেক আছে খাইতে পারি খাইনা।" —খান না কেন? আপনাকে কে নিষেধ করিতেছে? আপনার মন তো স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; আপনাকে আমরা হাত ধরিয়া নিষেধ করিতেছি না। আপনার ন্যায় দুই একজন আজকাল হিন্দুসমাজ হইতেও বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের যাহা অভিপ্রায় তাহাই করেন। সমাজের তাঁহারা বড় একটা ধার ধারেন না।

১৩। আপনার বিদ্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের বুঝি এই পর্য্যন্ত দৌড় "ফড়িং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ গিলিতে পারি।" এই বুঝি শাস্ত্রের কথা? শাস্ত্রে টিড্ডি খাওয়াও বিধান আছে, আপনে টিড্ডি ভ্রমে ফড়িং ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। শাস্ত্রই দোষী না আপনিই দোষী? যখন আপনার ঘোড়া এবং ভেড়া, ফড়িং এবং টিড্ডি, পর্ব্বত এবং সমভূমিতে যে কি বিভিন্ন তাহার জ্ঞান নাই তখন আপনে কোন মুখে মহাম্মদী শাস্ত্র সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন?

১৪। "গোসাপ উদরস্থাৎ করিতে পারি, ভয়ে তাহার নিকটেও যাইনা।" পয়গম্বর সাহেব স্বয়ং কখন গোসাপ খান নাই এবং তাঁহার বংশাবলীর মধ্যেও কেহ কখন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সময়ে আরবের কোন সম্প্রদায় গোসাপ আহার করিত, পয়গম্বর সাহেব তাহাদিগকে প্রচলিত পথ অনুসারে গোসাপ ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই এবং কোথাও স্পষ্ট আদেশ প্রচার করেন নাই।

১৫। গোকুল ছাড়িয়া যে আবার ছাগল লইয়া বসিলেন? আপনে কোথায় দেখিয়াছেন যে মুসলমানগণ দুগ্ধবতী ছাগল জবাহ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে? কোরাণে নিষেধ আছে যাহারা জাহেল (মূর্খ) এবং ধর্ম্ম-বিষয়

অনভিজ্ঞ তাহাদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৬। "ছাগলের মধ্যে পাঁঠা তো খাদ্য—তাহার দিকে বড় ঘেঁষিনা।" পাঁঠার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই, কেন যে তাহার দিকে ঘেঁষিনা তাহা কেনা জানে? পাঁঠার মাংস স্বভাবতই অতি দুর্গন্ধযুক্ত অথচ এক পাঁঠার মূল্যে তিন ছাগল পাওয়া যায় বলিয়া আমরা তাহার দিকে ততদূর ঘেঁষিনা। কিন্তু অপর নিয়মে শাস্ত্রানুসারে তাহার দিকে ঘেঁষিতে নিষেধ নাই। পাঁঠার দিকে আমরা ঘেঁষিনা বলিয়া কি পাঁঠাকুল রক্ষা পাইয়াছে? কোন সম্প্রদায় যে পাঁঠাকুলের অনবরত সংহার করিয়া আসিতেছেন তাহা কি আপনার চক্ষে উঠে না?

১৭। "উষ্ট্র এদেশে নাই, থাকিলে তাহার কাছেও যাইত না। শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়।" উট্র অতি পবিত্র জন্তু, তাহার মাংস অতি পবিত্র ও হালাল, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে পাকস্থলি ঠাণ্ডা হয়, পবিত্র বস্তুর প্রতি এই ঘৃণারূপ মহাপাপ মুক্তি লাভার্থে অগত্যা একবার তাহার মাংস ভক্ষণ করা আপনার প্রতি ওয়াজের (কর্ত্তব্য)। যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য সে দেশে তাহার ব্যবহার অধিক। উষ্ট্র আমাদের দেশে নাই সুতরাং তাহার ব্যবহারও বিরল। ভাই বলিয়া মাথা ঠকিয়া মরেন কেন? গোজাতি এদেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়, কাজেই তাহার ব্যবহার অধিক।

১৮। "মহিষ খাদ্য, তাহার নিকট ছুরি হাতে করিয়া যায় কে?" ছুরি হাতে করিয়া কেহ যায় না বটে কিন্তু কোমর বান্ধিয়া জওয়ামর্দ্দীর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অলীক আমাদের জন্য শত শত দর্শকমণ্ডলীর সাক্ষাতে অসিহস্তে ধাবণ পূর্ব্বক যে শত শত লোক তাহার দিকে ধাবিত হয় আর বাদ্য ঘন্টা বাজিতে থাকে ও উলুধ্বনি পড়িতে থাকে তাহা বোধকরি লিখক মহাশয়ের চক্ষে বেশ সহ্য হয়।

১৯। "মহিষ, ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ, খরগোশ—সকলি তো চলিতে পারে, এ সকল খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, এত থাকিতে গোমাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন?" ঘোড়া, বনগরু, ছাগল, মৃগ প্রভৃতি কোন কোন জন্তুর মাংস যে ব্যবহার না হয় এমন নহে। যাহাদের সংখ্যা অল্প ব্যবহারও অল্প। গোমাংস দেখিয়া জিহ্বার জল পড়ে বলিয়া ব্যবহার হইতেছে—এটি আপনারই মনগড়া কথা। গোজাতির সংখ্যা অত্যধিক, মাঝে মাঝে তাহার বধ হইলে গোবংশ নির্ম্মূল

হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; তদজন্যই বধ হইয়া থাকে। ছাগ প্রভৃতির সংখ্যা অতি অল্প, তাহাদের অনবরত ধ্বংশে বংশ নিপাত হওয়ার আশঙ্কা। সৃষ্টি নিপাত করা কাহার তো উদ্দেশ্য নহে।

২০। "এপর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ, সুতরাং কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ঘটনাস্থল "মক্কা" হজরত মহাম্মদের জন্মের পূর্ব্বে,"— লিখক মহাশয়! কোরবানির উৎপত্তির মূল কারণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই, কেবল ঘটনাটি মাত্র প্রকাশ করিয়া নানা ব্যঙ্গজনক উক্তি করিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্ম সৃষ্টি অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার বিরোধীগণও ইহাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন নাই। তবে লিখক মহাশয় স্বয়ং মুসলমানী দায় দিয়া কেন যে এসলামকে বিদ্রূপ এবং উপহাস করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইতেছেন, তাহার বিচার মুসলমান সমাজ করুন।

"এ পর্য্যন্ত মুসলমান জগতে প্রচলিত," লিখক মহাশয়ের মনে বিশ্বাস যে ইহার মূলে কিছুই নাই, কেবল প্রচলিত প্রথানুসারে চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে, মূল অতি দৃঢ়। "ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লেখ," তাঁহার লিখার ভাবে বুঝা যায় যে তিনি এ-কথাটি সহজে স্বীকার পাইতেছেন না, কেহ যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্বীকার করাইতেছে। কোরাণ ও হাদিসে যে কোরবানির কথা উল্লেখ আছে তাহা কি কখন তিনি কর্ণেও শুনেন নাই?

২১। "ধর্ম্মের গতি বড় চমৎকার, পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আসিয়াছে", ধর্ম্ম বাস্তবিকই ধর্ম্ম, তাহার গতি অতি চমৎকার না হওয়ার কথা কি? যে ধর্ম্মের নেতা একজন মাত্র সহায় লইয়া আপনার সদৃশ বহু সংখ্যক প্রতিবাদীর মুখের উপর ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভীত ও কুণ্ঠিত হন নাই, সে ধর্ম্মের গতি চমৎকার বৈকি? যখন তাহার গতি চমৎকার তখন তাহাকে পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, নদনদী ছাড়াইয়া ভারতে আসিতে বাধা দিতে পারে এমন সাহসী কে? ধর্ম্ম যখন আসিতে সাহসী হইল তখন তাহার অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমস্ত অবশ্য তাহার সঙ্গে আসিবে, তাহাতে কোরবানি দূষি কিসে?

গোরক্ষক মহাশয়! নয়ন মুদিয়া মননিবেশ পূর্ব্বক একটুক চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহার আপন মতানুসারে দিনদিন দশ সহস্র গোবধ হওয়া সত্ত্বেও গোবংশের কিছুমাত্র ধ্বংস বা বিলুপ্তি হয় নাই!

জগতে গোজাতি ভিন্ন আরও অনেক রকমের গ্রাম্য জন্তু আছে (যাহা কোন সম্প্রদায়ের আহার্য্য নহে)। তাহার সহিত গোপালের তুলনা করিলে কোন জাতির সংখ্যা অধিক হইবে? অনিবার্য্য গোবধ হওয়া সত্ত্বেও ঘাটে, হাটে, মাঠে শত শত গোপালই রক্ষিত হইয়া থাকে, অন্য প্রকারের দশ বারটি পশু বোধকরি লিখক মহাশয় একত্রে একস্থানে পান কিনা সন্দেহ। সদ্ব্যবহারের বস্তু কখনই নষ্ট হয় না, বরং উহার উন্নতি এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গো দুগ্ধেই আমাদের শরীর পোষণ হইতেছে, গোজাতির পরিশ্রমের উপর এ দেশের কৃষিকার্য্য নির্ভর, সেই গোজাতির উন্নতির এবং বৃদ্ধির জন্য ভারতবাসী মাত্রই সচেষ্টিত। মুসলমানগণ শুধু মাংসার্থে গোজাতিকে সমাদর করিয়া থাকে না, তাহারা বহুবিধ প্রয়োজনানুরোধে গোজাতির সমাদর করিয়া থাকে। আপনার বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করে যে, মুসলমানগণ শুধুই গোজাতির শত্রু। কোরাণে যে ভাবে ও যে চক্ষে গোজাতিকে লক্ষ করার বিধান আছে সে চক্ষে দেখিলে কবে গোজাতি নির্ম্মূল হইত। ভারতবাসীর অপর সম্প্রদায়গণ ঘরে ঘরে প্রতিপালন করিয়াও সে ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। "সুফি সাহেব কিছু মনে করিবেন না।"

সুফি সাহেব! আমি কিছু মনে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি মোল্লা মানুষ, স্বভাবত বিবাদ প্রিয় নহি, কাজে কাজেই ক্ষান্ত না থাকিয়া উপায় কি! একটি কথা হঠাৎ মনে পড়িল, তাহাই জনসমাজে প্রকাশ পূর্ব্বক প্রস্তাব উপসংহার ও মনের খেদ নিবারণ করি। প্রথম এদেশে যখন খৃষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্তগত হয় তখন তাঁহাদের আপন ধর্ম্ম বিস্তার জন্য পালে পালে মিশনারীগণ দেশ-দেশান্তর বহির্গত হইয়া সুমিষ্ট বাক্য ও গম্ভীর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক নিচাশয় পামরচেতা হিন্দু আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হেটকোট পরিধান করত সাহেব সাজিলেন। ইহাতেই কি সাহেব হওয়া যায়?—না তাহারা এখন এদিকে মিশিতে পারেন না ওদিক যাইতে পারেন! অন্নবস্ত্রের উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে পুনরায় মিশনারী-দিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা আপন আপন ধর্ম্মে নিগুঢ়তত্ত্ব উদঘাটন পূর্ব্বক প্রচার করিতে থাক, সরকার হইতে তোমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা যাইবেক। তদানুসারে তাহারা আদাজল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের ধর্ম্ম বিনাশের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই, সেইরূপ আজকাল কোন কোন

মুসলমান সমাজ হইতে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ মানসে যে তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে বসিয়াছেন তাহাতে সত্যধর্ম্মের কিছু মাত্র অপচয় হইবেক না। সত্যের জয় মিথ্যার পতন!

মহাশয়! সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরিবেন; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহার কালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনে তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।

ভারতে গোবধ

আজকাল ভারতে গোবধ সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি সংস্থাপিত হইয়া এই তরঙ্গের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে। অধুনা ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায় গোহত্যা-জনিত দুঃখে বিষম দুঃখিত ও মর্ম্ম-পীড়িত। গোখাদক জাতির অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইল, ইহাই তাহাদের আর্ত্তনাদের মূলসূত্র। খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুরতাই গোবংশ ধ্বংশের একমাত্র প্রধান কারণ, এইটি তাহাদের যুক্তি। উক্ত ধর্ম্মধ্বজীগণের যুক্তি কিরূপ ন্যায়সঙ্গত নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

গোখাদকদিগের অত্যাচারে গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে - কোন যুক্তি বলে গোকুল রক্ষকগণ এরূপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। জগতের অধিকাংশ জাতিই গোখাদক; সমগ্র ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিম দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সমস্ত অধিবাসীগণই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! ঐ সকল দেশের গো বংশ তো ধ্বংশ হয় নাই। আর ভারতবর্ষে প্রায় আটশত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, খৃষ্টিয়ানগণও শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত গোমাংসে উদর পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও এই দীর্ঘকালের মধ্যে গোকুল ধ্বংসে যায় নাই। আজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রবল তরঙ্গে গোকুল যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানগণের গোমাংস ভক্ষণের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইলে আমরা এই যুক্তি

কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম। বরং মুসলমানদিগের মধ্যে 'নিরামিষ ভোজী" নামে এক শ্রেণীর নব্যজীব আবির্ভূত হইয়াছে, তদ্বারা গোবধের মাত্রা অবশ্যই কিছু না কিছু কম হওয়া সম্ভব। যদি গোবধের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার কারণ অন্যপ্রকার, ধর্ম্মধ্বজী হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোমাংস ধ্বংসকারী। যদি কেহ একবার সত্যতা উপলব্ধি করিতে চান, তবে সন্ধ্যার সময় কলিকাতাস্থ ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে রুটি ও কাবাবের দোকানে এবং মোগলদিগের "প্রাইভেট রুমে" দুই এক ঘন্টা কাল দাঁড়াইলে দেখিবেন। দুঃখের বিষয় যাঁহাদের পেটে এখনও গরুর "হাম্বা" রব শ্রুত হওয়া যায়, তাহারাও ধর্ম্মধ্বজী নাম ধারণপূর্ব্বক গোবধের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। মারোয়ারী প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণের মুখে এসব কথা শোভা পায়। মাংস প্রিয় বাঙ্গালী ভায়াদের মুখে এরূপ অযথা চীৎকার শোভা পায় কি? হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদের এরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। বাপুহে! আমাদের খাদ্য জিনিস আমরা খাই। তাহাতে তোমাদের বৃথা চীৎকার এবং গলাবাজী কেন? আমরা তো তোমাদের গরুগুলি জোর করিয়া আনিয়া বধ করিতেছি না? নিজেরা পালিয়া, পুষিয়া আবশ্যক মত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া তোমাদের কি হইবে? যদিও আমরা জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগের এই অযথা অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবেন, তবুও তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। গোড়া হিন্দুদিগকে বলি, তোমরা গোজাতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে বলিয়া আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সরল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায়, আইনকানুন ও জোর জবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়! ঔদ্ধত্য কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের কারণই—আর কিছুই নহে। যাঁহারা গোকুল ধ্বংস হইল বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা গোকুল বৃদ্ধির জন্য কি উপকার করিতেছেন? পূর্ব্বকালে আপনাদের মধ্যে রাজাধিরাজ হইতে সামান্য গৃহবাসী পর্য্যন্ত সকলেই গোপালন করিতেন, এমন ভদ্র নামধারী কয় ব্যক্তি

গোপালন করিতে তৎপর? আজকাল শিক্ষার প্রভাবে এদেশে যে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, গোজাতির অবনতির তাহাই একমাত্র কারণ। আজকাল অনেক চাষার ছেলে খোদানুগ্রহে "বিদ্বান" তৎসঙ্গে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উন্নীত। তাহারা গোপালন করিতে বা কৃষিকার্য্য করিতে কখনও কি সম্মত হইতে পারেন! বিদ্বানের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, দেশের অবস্থা উন্নত না হইয়া ততই অবনত হইয়া দাঁড়াইতেছে। গোপালনে বীতানুরাগ ও কৃষিকার্য্যে অনাস্থা দেশের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। দেশে দরিদ্র হইবার যত কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, ইহা অপেক্ষা তাহার কোনটিই সমীচিত নহে। যাহাদের চৌদ্দপুরুষ কৃষিজীবি, তাহারাও অনেকে এখন গো-পালন এবং কৃষিকার্যের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এদেশে শিক্ষাকার্য্যের যতই উন্নতি হইতেছে গোবংশের এবং তৎসত্ত্বে কৃষি কার্য্যের ততই অবগতি হইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি সুসভ্য জনপদে শিক্ষার ফল ঠিক ইহার বিপরীত। চাকুরীই যে-দেশের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সে দেশের অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী একথা কে না স্বীকার করিবে? কোন সৌখীনবাবু একটি গাভী প্রতিপালন করিয়াই মনে করেন যে আমি গোকুল রক্ষা করিলাম। দুইটি ইংরেজী বর্ণমালা বা দুইগৎ বাঙ্গলা ভাষা যাহার কণ্ঠস্থ তিনিই গোপালন বা কৃষিকার্য্যকে অতীব ঘৃণিত কার্য্য মনে করেন। এরূপস্থলে গোবংশের উন্নতির আশা কিরূপে করা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নগরের দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া যাঁহারা গোকুল রক্ষার জন্য জাগ্রত স্বপ্ন দেখেন, সভা-সমিতিতে বৃথা গলাবাজী করেন, তাহাদের জ্ঞান ও বিবেক শক্তিকে ধন্য। গরু দ্বারা মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, একটি কৃষিকার্য্য দ্বিতীয়টি গো-মাংস ভক্ষণ, যেখানে গুরুতর দুইটি স্বার্থ রহিয়াছে, সেখানে জাতির উন্নতির জন্যও তাহাদের চেষ্টা অনেক পরিমাণে বেশি। ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমান-দিগের গোধন যে অধিক তাহাই এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

যাহারা বলেন, গোখাদকদিগের অত্যাচারেই গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কুকুর, বিড়াল, শূকর, শৃগাল, ইত্যাদি যেসকল জন্তুর একবার একাধিক সন্তান প্রসব করে, আবার বৎসরে একবার যাহাদের সন্তা-নোৎপাদন হয়, অথচ যাহারা ভারতবাসীগণের অখাদ্য, তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না কেন? গরু তো একেবারে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে, পক্ষান্তরে উহার মাংস

বহুল পরিমাণে ভক্ষিত হয়, অথচ উহাদেরই বা বংশের এত উন্নতি কেন? ইহার অভ্যন্তরে কি কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য নহে? যাঁহারা যুক্তিমার্গ বিচরণ করেন তাঁহাদের একবার এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কোন কোন বিজ্ঞ সংবাদপত্র সম্পাদক এরূপ প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছেন যে ভারতের হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ তাঁহাদের অধিকারে গোবধ নিবারণ করিয়া দিলে গোবংশ অনেক অংশে রক্ষা পায়। আমরা বলি, আমাদের ন্যায় পরায়ণ সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি হিন্দুরাজা ও জমিদারদিগকে এরূপ অযথা ক্ষমতা প্রদান করিবেন? যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে মুসলমান নবাব ও জমিদারগণ হিন্দুদিগের মধ্যে গায়ের জোরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন। গোকুল রক্ষা অপেক্ষা হিন্দু বিধবাদিগকে পাপকার্য্য হইতে রক্ষা করা এবং ভ্রূণ হত্যা নিবারণ করা কোনরূপেই অল্প পুণ্যের কার্য নহে। আমাদিগের হিন্দু ভ্রাতাগণের বর্তমান গতিমতি দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, ইহারা কিঞ্চিৎমাত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলে প্রথমেই মুসলমানদিগকে গোমাংস হইতে বঞ্চিত করিবেন। তারপর মুসমানদিগের অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যগুলিও বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কাশ্মির এবং অন্যান্য হিন্দুরাজ্যে বর্তমান। হিন্দুদিগের এই সমস্ত অযথা আন্দোলন ও আবদার দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে, মুসলমানদিগকে নির্য্যাতন করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপসংহারকালে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দেলদুয়ার হইতে একখানি মোসলমান সংবাদপত্র (আমরা কিন্তু মুসলমান সংবাদপত্র বলিতে প্রস্তুত নহি) বাহির হয়। কাগজখানির নাম "আহমদী", সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু কাগজখানির ভাব, ভঙ্গি ও সম্পাদকের লিখন ভঙ্গি দ্বারা আমরা কোনরূপেই সম্পাদককে মুসলমান বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান বর্ষের আহমদীর প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা" নামক একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, লেখক কে তাহা জানিনা, কিন্তু তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি এরূপ যাহার মনের ভাব, তিনি মুসলমান নহেন। মুসলমান বলিয়া তিনি কোনরূপেই দাওয়া করিতে পারেন না। এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি খোদাতালার সত্যধর্ম্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করত নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন। যদি তিনি ইহার প্রমাণ

আমাদিগকে দর্শাইতে বলেন, তবে খোদাতালার ফজলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা প্রদর্শন করিব। আর যদি তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া 'তওরা' করিয়া থাকেন, তবে খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি এই গুরুতর অপরাধীন যেন পরম দয়ালু খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন। আর মুসলমান ভ্রাতাদিগকে আমরা বলি যে আপনারা এই প্রবন্ধকে মুসলমানের লিখা বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করিবেন না এবং তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। লেখকের হৃদয় সৎপথে চালিত হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন। আমিন! আমিন!

প্রস্তাব লিখক আহমদীর বন্ধু আপনি যে উচ্চদরের লিখক, বাঙ্গালা ভাষায় যে আপনার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করি, তাই বলিয়া আপনার কলমে যাহাই আসিবে তাহাই লিখিবেন? অন্যায় কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমাদের গোটাকত কথা লিখিতে হইল। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। মহোদয়! আপনি পাঁচ ছয় মাসের যোগাড়ে আবার গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বিগত ১৫ই পৌষ আহমদী মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনে যে সত্যবাদীও ধার্ম্মিক তাহা বেশ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তাব লিখক!

আপনি লিখিয়াছেন, "আমার লিখিত প্রস্তাব আহমদীতে প্রকাশ হইলে "কোন কোন" সহযোগী উক্ত প্রস্তাবটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া গোকুল রক্ষার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সহযোগী উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া আক্ষেপ সহকারে প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছেন।" মহাশয়! যাহা আপনি লিখিয়াছেন যদি উহা সত্য হয়, তবে আপনি ও তিনি এক ধর্ম্মাবলম্বী সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "কোন মহোদয় আহমদী সম্পাদককে অযথা গালি দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। কেহ আহমদী পত্রিকাতেই যাহা ইচ্ছা বলিয়া মনের আবেগ সান্ত্বনা করিয়াছেন।" মহাশয়! এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে? যাহাদের ইমান আছে, যাহাদের মুসলমানী ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে ভক্তি আছে, তাহারা আহমদী সম্পাদককে ও আপনাকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিবে না। অধিক কি বলিব, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে; ইহা তাহাদের

স্বভাবসিদ্ধ যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল !

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, "কেহ লেখকদের প্রতি সন্দেহ করিয়া হিন্দু সাব্যস্তে কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন।" মহাশয় ! আপনি সত্য বলিয়াছেন, ঐ প্রবন্ধ লিখককে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরই কোন মুসলমান এসলামী ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এতাদৃশ এসলামী ধর্ম্ম বিগর্হিত প্রবন্ধ মুসলমানের কলমে কখানি আসিবে না এবং কোন মুসলমান লিখিতেও সাহসী হইবে না। এবারের প্রবন্ধেও আপনে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মের পিছেও লাগিয়াছেন। গরু জবহ করা যে এসলামী ধর্ম্ম সঙ্গত তাহা অনেকেই পবিত্র কোরাণ শরীফের আএত (প্রবচন) দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া আপনাকে দেখাইয়াছেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের দ্বারা যে কথা প্রমাণিত হয়, তাহা মুসলমান মাত্রেরই শিরোধার্য্য, ভরসা করি আপনি ও আপনার বন্ধু ব্যতীত জগতের কোন জাতি কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিতে সাহসী হইবেন না। যাঁহারা মুসলমান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরীফের প্রমাণকে ছাইভস্ম বলিবেন তাঁহারা শরার ব্যবস্থানুসারে সে কাফের ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধে এসলামী ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে, এ বিষয় আপনি একটি ছোটখাট দর্প করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই কোন কোন মুসলমান আপন আপন দাওয়া কোরণাদী দ্বারায় সপ্রমাণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে তোবা করার কথা বলিয়াছেন যদি সেই প্রমাণ আপনার নিকট এসলামী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা হয় তবে আপনি এসলামী শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে তাঁহারা উহা অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবে, সত্যপ্রকাশ হয় এই তাঁহাদের ইচ্ছা। শুনিতে পাইলাম আপনি নাকি তাঁহাদের প্রতিবাদ পড়িয়া রাগান্বিত হইয়া উহার উত্তর লিখার কারণ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেক মৌলবী সাহেবের নিকট নাকি গরু জবহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নিরাশ হইয়া রিক্ত সম্বলে পুনঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর আবার আপনার লিখা ধর্ম্ম বিগর্হিত দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ বিত ১২ই পৌষের আহমদীতে দেখিতে পাইলাম। উহা দৃষ্টে

আমার শিশুকালের একটি গল্প স্মরণ হইল দেখুন তো ন্যায় সঙ্গত কি না? উহা এই—কোন পথের ধারে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ এক ব্যক্তি বাহ্যে বসিয়া খিরা খাইতেছিল। ঐ পথ দিয়া একটি চিকিৎসক যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, ভাই! বাহ্যকালে কিছু খাইতে নাই। সে ব্যক্তি উহা শুনিয়া রাগান্ধ হইয়া বলিল, তুই এতবড় শক্ত কথা বলিলি। দেখ! আমি গু দিয়া খিরা খাইব, পরে তাহাই করিল। চিকিৎসক তাহাকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন!

প্রস্তাব লিখক আখবারে এসলামীয়া আহমদী সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন আপনার বন্ধু যিনি গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি তাঁহার কিছুই উত্তর দেন নাই, তদুত্তরে আপনি বলিতেছেন "সকলেরই জানা আবশ্যক যে প্রস্তাব লিখক ও সম্পাদক বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন আকৃতি।" মহাশয় চটিয়া উঠিবেন না, ভাল, বলুন তো দেখি! যদি আপনার কোন বন্ধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভ্রাতঃ! আপনার ভ্রাতার নাম কি? যদি আপনি তাহার উত্তর না দেন আর আপনার ভ্রাতা বলেন আর আমার ভ্রাতা বাস্তবিকই ভিন্ন শরীর ভিন্ন আকৃতি। তবে এই উত্তর ন্যায়সঙ্গত কিনা? এবং বক্তার গালে আপনি দুটা চড় মারিবেন কিনা? আহমদী সম্পাদক যে আপনার নাম লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে বাসনা করেন, উহাতে তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। লোকে বলে হাত ছোট আম বড়—প্রমাদের কথা, সেদিন কথায় কথায় গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে উঠিল, তাহাতে আমাদের জনৈক বন্ধু বলিলেন আপনারা কি আহমদী সম্পাদকের বন্ধুকে চিনেন, যিনি গোকুল নির্ম্মূল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? আমরা বলিলাম—না। তিনি কহিলেন, সেই প্রবন্ধ লেখক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভালরূপ চিনি। —তিনি একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ব্যক্তি, যদি আহমদী সম্পাদক বেড়ে আড়াই ফুট হন তবে তিনি অন্যূন পাঁচ ফুট হইবেন। যদি সম্পাদক দীর্ঘে তিন ফুট হন তবে তিনি অন্যূন চারি ফুট হইবেন। কিন্তু নাম বলিলেন না। মহাশয়! ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া কেনই বা মেয়েলোকের মত লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? এমন প্রবন্ধ লিখকের জীবনে ধিক না দিয়া কে থাকিতে পারিবে?

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন "আহমদী সম্পাদক ও পাক্কা মুসল্‌মান।" তিনি যে পাক্কা মুসলমান তাহা এ অঞ্চলের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পাক্কা মুসলমানের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শুনিয়াছি তিনি নাকি আহমদী প্রকাশের পূর্ব্ব কতকদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যাইতেন। মৎস্য, মাংস ছাড়িয়াছিলেন, নামাজ পড়িতেন না। পরে মুসলমান সমাজে তিনি ঘৃণিত হওয়াতেই হউক কি মনের ইচ্ছাতেই হউক কি মুসলমান সমাজে চলাচল করার জন্যই হউক কি মৎস্য মাংস পুনঃ রুচিবশতই হউক ঐ ধর্ম্ম ছাড়িয়াছিলেন। বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদী সম্পাদক সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, যাহার উত্তর আখবারে এসলামীয়াতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আপনার ও পাঠকগণের নিকট অপ্রকাশ নাই। এমন ব্যক্তি যদি পাক্কা মুসলমান হয়, তবে বলুন জগতে কাফের কে ? এইক্ষণ শুনিতে পাই আহমদী সম্পাদক নাকি নমাজ ছাড়িয়াছেন। কয়েক দিবস হইল কলিকাতা অঞ্চল হইতে একটি হিন্দু বক্তা করটিয়া জমিদার বাটিতে আসিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে জমিদার বাটিতে একটী সভা আহুত হয়। সে সভায় আহমদী সম্পাদকের আগমন হয়। মুসলমানগণ সভা হইতে উঠিয়া আছরের নমাজ পড়িতে গেলেন, আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

প্রস্তাব লিখক ! আপনি লিখিয়াছেন, "মন স্বাধীন, লিখনিও স্বাধীন, কিন্তু বাধা অনেক, আশঙ্কা অনেক।" মহাত্মন ! যদি কেহ কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তবে ঐ কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইলে যদি কোন প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারে তবে সেই প্রতিবন্ধককে বাধা বলে। কোন ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে না পারিলে তাহাকে আশঙ্কা বলে। ভরসা করি ইহা আপনারও স্বীকার্য্য। যদি কেহ বাধা ভয় না মানে, মন স্বাধীন বিবেচনায় মনে যাহা লয় তাহাই করে, তাহাই বলে, তাহাই লিখে, তাহা হইলে পাগলবই তাহাকে কি বলা যাইতে পারে। অতএব মনে যে কথাই উদয় হয় ঐ কথা সাংসারিক উপকারী কি অনুপকারী, হিত কি অহিত ভাল কি মন্দ, সৎ কি অসৎ প্রথম বুদ্ধির বিচারালয় উপস্থিত করিবে। যদি বুদ্ধির বিচারে সে কথা অসঙ্গত হয়, তবে তাহা কখনই করিতে নাই। যদি সঙ্গত হয়, তবে ঐ কথা দ্বিতীয়বার ধর্ম্মের বিচারালয়ে

উপস্থিত করিবে। ধর্ম্মের বিচারে যদি উহা অসঙ্গত হয়, তবে উহা পরিত্যাজ্য, সঙ্গত হইলে অমনি সে কথা জীবনে পরিণত করিবে। যিনি প্রথম বিচারের অন্যথা করিবেন, তাঁহাকে পাগলবই কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে? যিনি দ্বিতীয় বিচারের অন্যথা করিবেন তিনি কথা বিশেষ কাজ বিশেষে পাপী, বিধর্ম্মী, কাফের বলিয়া অভিহিত হইবেন। এইক্ষণ আপনার মন কিরূপ স্বাধীন জানিতে ইচ্ছা করি।

গোমাংস

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "খাদ্য, অখাদ্য, সুখাদ্য।" আপনি এইরূপে ক্রমশঃ যে খাদ্যদ্রব্যের বিভাগ করিয়াছেন, গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহাতে আপনার মোটা ভুল হইয়াছে কি না? আমরা বলি সাধারণ খাদ্য, সাধারণ অখাদ্য। যাহা খাওয়া যাইতে পারে তাহা সাধারণ খাদ্য। যাহা খাওয়া যাইতে না পারে তাহা সাধারণ অখাদ্য। সাধারণ খাদ্য দুইভাবে বিভক্ত, খাদ্য অখাদ্য, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা খাওয়া সিদ্ধ তাহাই খাদ্য। যাহা খাওয়া অসিদ্ধ তাহা অখাদ্য। আবার ঐ খাদ্যদ্রব্য দুইভাগে বিভক্ত। সুখাদ্য ও কুখাদ্য। সুস্থাবস্থায় যাহা খাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার না জন্মে, তাহাই সুখাদ্য। যাহা খাইলে শরীরের অপকার না জন্মে, তাহাই কুখাদ্য। মহোদয়! জগতের সকল সভ্যজাতিই এক একটি ধর্ম্ম রজ্জুতে আবদ্ধ আছেন। সকলেই আপন আপন ধর্ম্মানুসারে খাদ্যাখাদ্যের বস্তু ঠিক করিয়া লন। তাহাতে কাহারও কথা চলে না। কাহারও তর্ক চলে না। অতএব যখন আমাদের পবিত্র কোরাণ শরীফে গোমাংস সেবনের ও গরু কোরবানি করণের বিধি স্পষ্ট লিখিত আছে, তখন গোমাংস যে আমাদের খাদ্য ইহা অভ্রান্ত মনে বিশ্বাস করিয়া গোমাংস সেবন করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উহা কখন বা সুখাদ্য কখন বা কুখাদ্য পরিণত হয়। আহমদী সম্পাদক যেরূপ শীর্ণদেহ ক্ষীণকায় তাঁহার মত লোকের পক্ষে গোমাংস সেবন করা অবশ্য কুখাদ্যের মধ্যে পরিণত হইবে। তাই বলিয়া কি পবিত্র কোরাণ শরীফের বিধি উড়িয়া যাইবে?

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "এইক্ষণে কথা এই যে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" মহাশয় দেখা যাউক আপনার এই যুক্তি কতদূর ন্যায়সঙ্গত। দেশ বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য

হয়, তবে ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমানগণ যখন শীতপ্রধান দেশ ইউরোপে গমন করিবেন তখন তাঁহাদের শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার যখন শীতপ্রধান দেশবাসী ইউরোপীয় মহাপুরুষগণ ভারতে আগমন করিবেন তখন তাঁহাদের চাল, ডাল, কাঁচকলা ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। এই যুক্তিটি ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় মহাপুরুষগণের পক্ষে মন্দ হয় নাই।

২। কেবল কাল বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানগণের শরাব, শূকর, গোমাংস সেবন করা কর্ত্তব্য। আবার গ্রীষ্মকালে উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হইবে। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের যে আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

৩। কেবল পাত্র বিবেচনাই যদি খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যাহারা আহমদী সম্পাদকের ন্যায় দুর্ব্বল ক্ষীণকায় তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস না খাওয়া কর্ত্তব্য। আবার ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তাহাদের পক্ষে শূকর, শরাব, গোমাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাব লিখক এই যুক্তি দিয়া যে ভারতের হিন্দু, মুসলমানের আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ কি? ধন্য তাঁহার যুক্তি শক্তি। যদি বলেন দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে পৃথক পৃথক মীমাংসা না করিয়া একত্র মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, মানিলাম। তাহা হইলেও তাহার ফল এইরূপ দাঁড়াইবে যে, ভারতবর্ষের হিন্দুর মুসলমানগণ ইউরোপে গেলে তাঁহাদের মধ্যে ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা দুর্ব্বল যাহাদের পরিপাক শক্তি নিস্তেজ তাহাদের ব্যতীত সকলেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য হইবে। আবার ইউরোপ হইতে যে সকল মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন তাঁহাদের ও ভারতের হিন্দু মুসলমানগণ মধ্যে শীতকালে যাহারা শক্তিহীন যাঁহাদের পরিপাক শক্তি অতি কম, তাঁহাদের ব্যতীত সমস্তেরই শরাব, শূকর, গোমাংস ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক হইবে। এইরূপ যুক্তিটিও ভারতবাসী হিন্দু মুসমানগণের পক্ষে মন্দ হয় না।

আমরা বলি যাহার যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মানুসারে প্রথম তাহার খাদ্যের জিনিস সকল নির্ণয় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পরে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় ঐ সকল

জিনিস মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে দেশে যে সময় যাহাদের পক্ষে উপকারী তাহাই তাহাদের সেব্য যাহা অপকারী তাহাই অসেব্য।

প্রস্তব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন, "যে মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য এত লালায়িত, এক টুকরা গোমাংসের জন্য এত জেদ এত প্রতিবাদ ধর্ম্মত বলুন তো প্রতিদিন দুবেলা কি তাহা খাইয়া থাকেন? প্রতি সন্ধ্যা কি গোমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন? না প্রতি সন্ধ্যাতে গোমাংস ব্যঞ্জনে অন্ন বঞ্জিত করিয়া থাকেন? না সপ্তাহে দুদিন কি একদিন গোমাংসের স্বাদে রসনা পরিতৃপ্ত করেন? না প্রতি সন্ধ্যা খাইতে ইচ্ছা করেন? ধর্ম্মের দোহাই মিথ্যা বলিবেন না।" মহাশয় কোন মৌলবী সাহেব গোমাংসের জন্য লালায়িত নহেন, গোমাংসের জেদে প্রতিবাদও করেন না, প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যা তাঁহারা যে গোমাংস খাইয়া থাকেন একথা কোন মৌলবী সাহেব লিখেন নাই ও বলেন নাই। গোমাংস বলিয়া কথা কি, আপনি ধর্ম্মত বলুন তো আজ যে যে ব্যঞ্জনে অন্ন রঞ্জিত করিয়াছেন প্রতিদিন কি প্রতিসন্ধ্যায় তাহা কি খাইয়া থাকেন? কখনই নয়। বিগত ১৫ই শ্রাবণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন তাহাতে আপনি কত ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা লিখিয়াছেন, সে কথা কি দুমাস ছমাসেই ভুলিয়াছেন? মহামান্য পবিত্র কোরাণ শরীফে খোদা-তালা আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা গোমাংস সেবন কর।" আপনি লিখিয়াছেন, "আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই।" তজ্জন্যই মৌলবীগণ আপনার প্রতি কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মত বলুন তো কখনও গোমাংসের ব্যঞ্জনে আপনার অন্ন রঞ্জিত হইয়াছে কি না? গোমাংসের সুরুয়া ঢালিয়া লইয়াছেন কিনা? বাটী ভরা গোমাংস না পাইলে ক্রোধে জ্বলিয়া ছার-খার হইয়াছেন কিনা। এখনও মধ্যে মধ্যে চুপেচুপে গোমাংসের বাটীর সামনে গমনাগমন করেন কিনা? যাহারা কুড়ি ত্রিশ বৎসর গোমাংস সেবন করিয়া প্রকাশ্যে গোমাংসের নিন্দা করে তাহাদিগকে ধিক্! শতধিক্।

মৌলবী সাহেবগণ বলেন, পবিত্র কোরাণ শরীফের ব্যবস্থানুসারে গোমাংস সেবন করা মুসলমানের পক্ষে হালাল। কোরবানি করাও হালাল। গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক উপকার হয় তাহার খাওয়ায় বাধা নাই, না খাইলেও পাপ নাই, আবার গোমাংস খাইলে যাহার শারীরিক অপকার হয়, তাহার না খাওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু গোমাংস ও কোরবানিকে হালাল বিশ্বাস করা মুসলমান মাত্রেরই

উচিত। যিনি মুসলমান হইয়া উহা হালাল না জানেন তিনি কাফেরের মধ্যে পরিগণিত, এই এসলামী ধর্ম্মের সার ব্যবস্থা।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিয়াছেন "প্রকৃতি কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইয়া কোন কার্য্য করে না। স্বভাবের বৈপরিত্তও সহজে ঘটে না জোর জোববান ঘটাইবার চেষ্টা করিলেও টেঁকে না।" মহাশয় যিনি কেবল আপনার এই মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি নাস্তিক। যাহারা নাস্তিক তাহাবা এসলামীয়া ধর্ম্মানুসারে কাফের। তাহারা কখনই মুসলমান বলিযা গণনীয নহে। আপনার এই মন্ত্রটি যদি কেহ কাহাব পরিবারবর্গকে শিখাইয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে তোমাদের স্বভাবে যাহা লয তাহাই কব কোন বাধা বিঘ্ন মানিও না। তবে তাহাব বাটিতে অনতিবিলম্বে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে কিনা? আবার যাহারা ঐ মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন যদি তাহারা তাহাদের পবিবাবকে পিনজব পাখীর ন্যায় আবদ্ধ রাখেন তবে তাহাদের প্রকৃতির আদেশ ভঙ্গ হয় কিনা?

প্রস্তাব লিখক! যাহারা গোমাংস সেবন করে তাহারা তো আপনার কথানুসারে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কবিয়া থাকে। মানিলাম! ভাল বলুন দেখি যাহারা গোবংশগুলাকে জবরদাস্ত ক্রমে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের জীবিকা কাড়িয়া খায়, তাহারা প্রকৃতিব নিয়ম ভঙ্গ করে কিনা? আফসোস! খোদরা ফজিহত। দগররা নছিহত।

প্রস্তাব লিখক। আপনি লিখিযাছেন, "যে দেশে যাহা প্রয়োজন, সে দেশের জন্য করুণাময ভগবান অপর্য্যাপ্তরূপে তাহা দান করিয়াছেন। মহাশয়! আপনাব এই কথা স্বীকার্য্য। সেইজন্যই ভারতে মুসলমানগণ গরু খাইয়া থাকেন। কেননা খোদাতালা ভারতে অপর্য্যাপ্তরূপে গরু সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখুন প্রায় সহস্র বৎসরাবধি মুসলমানগণ গরু খাওযা সত্ত্বেও ভারতে গরুর কোন অংশেই ন্যূনতা নাই। সে দিগেই চাওয়া যায় সেইদিগেই শত শত গরু দৃষ্টিগোচব হয়। অতএব এদেশে গরু খাওয়া যে খোদাতালার অভিপ্রায় তাহা আপনার লিখাই প্রমাণ করিতেছে। যাহারা গরু খাওয়া নিষেধ করেন তাহারা খোদাতালার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। নউজ বেল্লা মেন্‌হা!

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "আর চাই কি? দশটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখিবে তাহার মধ্যে কয়জন হিন্দু আর কয়জন মুসলমান।" মহাশয়! আমরা বোধ করি মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবেক না, গোমাংসের

গুণ অধিক কি দেখাইব, ভাল আপান দশজন পুরুষত্বহানি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় লইয়া দেখুন, তন্মধ্যে কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। পিত্তশূল পীড়িত দশজন লোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান। দশজন গৃহিনী রোগাক্রান্ত মেয়েলোকের পরিচয় লইয়া দেখুন কয়জন হিন্দু ও কয়জন মুসলমান। অতএব হালালী বস্তুর অসীম গুণ। ভরসা করি যাহার উদরে মোরগের রাণ, গো-মাংসের সুরুয়া একবার প্রবেশ করিযাছে সে এ-ভবে ভুলিবার নয়।

প্রস্তাব লিখক! আপনি লিখিয়াছেন "ভ্রাতাগণ! সেই হাকিমানের বস্তু বিচার গ্রন্থে গোমাংসের গুণাগুণ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, যদি মূর্খতাদোষে সে গ্রন্থ পাঠের শক্তি না থাকে, তবে কোন হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।" মহাশয় এই লিখানুসারে ইউনানি হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকাব আছে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রথম আপনি হাকিমী ও ডাক্তারী মতানুসারে গোমাংসের গুণাগুণ ও দুগ্ধের গুণাগুণ আগামীবারে আহমদীতে প্রকাশ করুন। এবং তাহা কোন কেতাবের কত অধ্যায় লিখিত আছে তাহা লিখিয়া দেউন, তৎপর যাহাদিগকে আপনি মূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করত দর্প করিয়াছেন তাহাদের কথা পরে শুনিবেন।

পাঠক! প্রস্তাব লিখকের প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সম্বন্ধে আপনাদেব মতামত লিখিবেন, আগামীতে আখবারে প্রকাশ হইবে।

(প্রতিবাদ সমাপ্ত)

পরিশেষে লিখকের কয়েকটি কথা

১। প্রতিবাদকারী মহাশয়গণ লিখকের নাম, ধাম, পরিচয়, আহমদী সম্পাদক নিকট তলব করায় সম্পাদকের অনুরোধে লিখক পরিচয় দিতেছে।

২। আখ্‌বারে এসলামীয়া সম্পাদক লিখকের পরিচয় আভাষে "সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসা" যে লিখিয়াছেন, তাহা নহে। অদৃষ্টের চক্রে এবং অন্নজলের আকর্ষণে সামান্য দাসত্ব স্বীকারে, গৌরী, পদ্মা, যমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে। নিবাস—বঙ্গরাজ্য মধ্যস্থিত বিখ্যাত নদীয়া জেলার অন্তর্গত সাবডিবিজান কুষ্টিয়ার অতিনিকট সামান্য পল্লী লাহিনী-পাড়া গ্রামে জন্মস্থান—যৎসামান্য বাসকুঠির বর্ত্তমান।

৩। এসলামীয়া সম্পাদক ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু, যিনি কখনও মৌলবী, মুহূর্ত্ত পরেই মুন্সী, চার পাঁচ ছত্র পরেই আবার সুফি পরিচয় দিয়া লিখককে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছেন, মুরুব্বি-য়ানা মতে "তওবা" করিবারও উপদেশ দিয়াছেন।

৪। টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী এবং নেকাহ্ তালাকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহাম্মদ সাহেব বিগত ২রা ভাদ্র শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহর তিন-টার সময়, সাবডিপুটী মৌলবী সফীউদ্দিন সাহেবের বাসাবাটিস্থ কয়েক সপ্তাহ-স্থিত, মোসলমান ধর্ম্মসভার সভ্যগণ সম্মুখে গোকুল নির্ম্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে "কাফের" এবং স্ত্রী "হারাম" হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত সভ্যগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন। আরও বলেন যে, "যদি কোন মোসল-মান ঐ প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে তিনি "তওবা" করুন।" সে সময় লিখকের নাম অপ্রকাশ। কিন্তু লিখক সে ধর্ম্মসভায় উপস্থিত। কিন্তু কোন বাদ প্রতিবাদ করে নাই। —মাত্র বলিয়াছিল বিষয়টি বড়ই গুরুতর, বিবেচনা করিয়া আপনার এইমত প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। অবশ্যই প্রস্তাব লিখকের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৫। এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহাম্মদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাহারা গো-জীবনের কোন কোন প্রস্তাবের, কোন কোন শব্দে লিখককে কাফের ও তাঁহার স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের সেই সেই শব্দ বা উক্তি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া অদ্য হইতে ত্রিশ-দিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৬। সুবিজ্ঞ মুসলমান ভ্রাতাগণ! গো-জীবনের আদি-অন্ত মনোসংযোগ পাঠ করিয়া কোফরে কালামের পদগুলি নির্ণয় করত প্রকাশ করিয়া লিখককে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন। ইহাই লিখকের সানুনয়ে প্রার্থনা।

৭। "কাফের" ও "স্ত্রী হারাম" দুইটি কথা যেমনই হৃদয় বিদারক, তেমনি ভয়ানক। লিখকের মনে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। যথার্থ মোসলমান ভিন্ন

সে আঘাতের বেদনা, অন্য কোন সম্প্রদায় অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রী বর্জ্জিত—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এ বেদনা এ যাতনা স্ত্রী, প্রিয়জন মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

৮। ঘোড়াশাল স্কুলের প্রথম শিক্ষক মহাশয় প্রতিবাদ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ৫ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আখবারে এসলামীয়া মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, "গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রস্তাবের প্রতিবাদ আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য পাঠান হইয়াছিল, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।" যদিও এক্ষেত্রে সম্পাদক নিরব। কিন্তু লিখক বলিতেছে, এবং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে ১৫ই আশ্বিন ৫ম সংখ্যার আহ্‌মদী দৃষ্টি করুন। ভ্রম দূর হইবে। শিক্ষক মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদ লিখক বিশেষ মনোসংযোগের সহিত পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল, গো-জীবন মুদ্রাঙ্কন সময়েও পাঠ করিয়াছে—গৃহীত প্রতিবাদ হইতে তাহাতে বিশেষ কোন নূতন কথা নাই বলিয়া গো-জীবনে গৃহীত হইল না। শিক্ষক মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

৯। দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্রধাম মক্কা মোয়াজ্জমায় পূণ্যক্ষেত্রে বোগদাদে, মোসলমান রাজ্য প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরীফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী মৌলনা, মহামতিগনের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বরে হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই লিখকের রক্ষক। সেই অদ্বিতীয় জগত-নিধান জগতপতি জগদীশ্বরই লিখকের আশ্রয়।